ফোন ঃ ২৪-৩২০২

অর্দ্ধসাপ্তাহিক

পয়গাম

The Paigam Biweekly

সংখ্যা | শনিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ | ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫ শকাব্দ | ১লা মহররম, ১৩৮৩ হিঃ | 25th MAY, 1963 | প্রতি সংখ্যা ১৩ নঃ পঃ | বিমান ডাকে অতিরিক্ত ৩ নঃ পঃ

এ চোখে... মানুষকে ... বাম্বু...

[illegible]রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভারতকে আরও সাহায্য দানের সুস্পষ্ট ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিবৃতি [illegible] অর্থের বদলে সামরিক সম্ভার প্রাপ্তির [illegible]শ্বাস দান

সাহায্যের প[illegible]মাণ প্রকাশে উভয়পক্ষের [illegible]রবতা

ওয়াশিংটন, ২২শে মে—প্রেসি[illegible] কেনেডি আজ তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, [illegible]মেরিকা ভারতকে আরও অস্ত্র সাহায্য দিবে। তিনি বলেন, এ[illegible] ব্যাপারে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলিতে থাকিবে।

ভারতের অর্থ ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর ওয়াশিংটন মিশন সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করিলে প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনায় না যাইয়া সংক্ষেপে [illegible]

শ্রীকৃষ্ণমাচারী আগামীকাল লণ্ডন যাইতেছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৫ম কলমে)

তেহরানের পথে পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী

করাচী, ২৩শে মে—আফগানিস্তানের সহিত পাকিস্তানের পুনরায় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জেড এ ভূট্টো কাল প্রাতে বিমানযোগে তেহরান গিয়াছেন।

ইরানের শাহের মধ্যস্থতায় ২৪শে মে পাক ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-আফগান সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য গত বৎসর ইরানের শাহের চেষ্টায় যে আলোচনা শুরু হয় তাহারই জের হিসাবে এই বৈঠক হইতেছে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ ঃ ৬৪তম জন্ম-জয়ন্তী

[illegible]বিদ্রোহী [illegible]

আমি সেইদিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না ......"

আমরোহা ও অন্যান্য উপনির্ব্বাচনের তাৎপর্য সম্পর্কে শ্রীডাঙ্গে

উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ কংগ্রেসের পরাজয়ে পঃ বঙ্গ কংগ্রেস উল্লাসিত ?

নয়াদিল্লী, ২৩শে মে—ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে আমরোহা ও ফরক্কাবাদে সংসদীয় আসনদ্বয়ের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণপূর্ব্বক সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বিভাগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং জনগণের উপর গুরু করভারের ফলে ব্যাপক অসন্তোষের ঢেউ আসিয়াছে।

"সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনগুলির ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেশবাসীর মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগিয়াছে" জনগণ কোন্ পথে চলিয়াছেন ?

"উত্তরপ্রদেশের দুইটি উপনির্ব্বাচনে জয়ী আচার্য কৃপালনী ও ডাঃ লোহিয়া উভয়ে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যপুষ্ট।"

"এই প্রার্থিদ্বয়ের জয়লাভে যদি কেহ মনে করেন যে, দেশবাসী মেনন-কৃপালনী দ্বন্দ্বের সময়ের মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন ইঙ্গ-মার্কিন জোটে যোগদান, চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ভারতের নিরপেক্ষতা নীতি বর্জ্জন পরিকল্পনাসমূহ পরিত্যাগ প্রভৃতির পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। কারণ জৌনপুরেই আবার কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। এদিকে রাজ্য বিধানসভাসমূহ ও জৌনপুরের ব্যাপারে কেহ যদি মনে করেন যে জনগণ কংগ্রেসের নীতি যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য ও করভার বৃদ্ধি পাইতেছে, সমর্থন করিয়াছেন

(২য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে

পাশ্চাত্য দাসত্বের অবসানকল্পে সমগ্র আফ্রিকায় জাতীয় জাগরণ

উপনিবেশবাদীদের প্রতি সতর্কবাণী ঃ আদ্দিস আবাবায় জাতীয় সম্মেলন শুরু

আদ্দিস আবাবা, ২৩শে মে—আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে গিনির প্রেসিডেন্ট সেকুতুরে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপনিবেশবাদীদের এই মহাদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, উহা না হইলে পর আফ্রিকার জনগণের মুক্তির জন্য তাহারা তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত করিবেন। সম্মেলনকে ঐরূপ সময় ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট সেকু তুরে আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রকে "জাতীয় মুক্তি-ভাণ্ডারে" তাহাদের জাতীয় বাজেটের শতকরা এক ভাগ প্রদান করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট তুরে সম্মেলনে সমবেত ৩১ জন আফ্রিকান নেতার প্রতি এই মর্ম্মে আশ্বাস জানান যে, একটি সর্ব্ব আফ্রিকা সংগঠন, একটি সনদ ও একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট গঠন না করিয়া সম্মেলন মুলতুবী রাখা যাইতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট তুরে বলেন যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ রচিত হয়, উহা এখন অতি পুরাণো ও অকেজো হইয়া গিয়াছে। উহার সংশোধনপূর্ব্বক আফ্রিকাকে বিশ্বের দরবারে ন্যায্য মর্য্যাদা দিতে হইবে।

তিনি একটি আফ্রিকান সাধারণ বাজার এবং একটি আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠনের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি পুনরায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখার আহ্বানও জানান।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকা যদি বিরাট রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইউনিট গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে আফ্রিকাই বা কেন উহা পারিবে না ?

জমিদার ও জায়গীরদারদের দিন শেষ হইয়াছে

পাক্কিমে কৃষক সমাবেশে শ্রীনেহরুর ঘোষণা

পাক্কিম, ২৩শে মে—পাক্কিম হইতে ৩২ মাইল দূরে পোণ্ডায় ১০ হাজার কৃষকের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কৃষকদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, "উহাতে শুধু কৃষকদের লাভ হইবে না, সমগ্র দেশ তাহাতে উপকৃত হইবে।"

কৃষকদের এই সভায় প্রধানমন্ত্রী বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, যখন তিনি বলেন ঃ "জায়গীরদারদের ও জমিদারদের দি[ন] শেষ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চাষ করে তাঁহাদের অবশ্যই জমির মালিক হইতে হইবে।"

শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে কৃষক সন্তানদের শিক্ষা [স]ম্পর্কে বলেন যে, তাঁহাদের লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও অন্যান্য কাজ সম্পর্কেও শিক্ষিত [ক]রিবার জন্য ক্রমেই বেশী [ক]রিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে [হই]বে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী[নেহ]রু কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ থাকিবার [আ]হ্বান জানাইয়া বলেন যে [চী]না আক্রমণের সময় উহা আরও [বেশ]ী প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী[নে]হরু কৃষকদের সমবায় গঠনেরও উ[প]দেশ দিয়া বলেন যে, দুইটি গ্রাম লই[য়া] অন্ততঃ একটি সমবায় সমিতি [গঠন] করা উচিত।

এক কোটি টাকা [ব্য]য়ের সেতুর ভিত্তি [স্থা]পন

প্রধানমন্ত্রী [আজ] পাক্কিমে মান্দোভী নদীর উপ[র] একটি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন [ক]রেন। এক-কোটি টাকা ব্যয়ে [উ]হা নির্ম্মিত হইবে এবং গোয়ার [রা]জধানীর সঙ্গে বাদ্দেজের উত্তর অংশ[কে] যুক্ত করিবে।

রেডক্রসের গুঁড়া দুধ লইয়া কেলেঙ্কারী

নদীয়ায় বিশিষ্ট ডাক্তার সহ তিনজন গ্রেপ্তার ঃ প্রবীণ কংগ্রেস নেতাও জড়িত

শিশু ও রোগীর পথ্য গুড়া দুধ সম্পর্কে যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সরকারের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তাহা তাঁহারা পারেন নাই। কারণ অবশ্য কাহারও অজ্ঞাত নহে। অনেক রুই কাৎলা জালে আটকাইতে পারে বলিয়া রহিয়া সহিয়া তদন্ত চলিতেছে এবং ছিটে ফোঁটা এখানে সেখানে গ্রেপ্তার ও ধরপাকড় করিয়া সরকার ও পুলিশ জনসাধারণকে তাঁহাদের কর্ম্ম-তৎপরতার কথা মধ্যে মধ্যে জানাইয়া দেন।

১৩ লক্ষ টাকার গুড়া দুধ ও রিলিফের অন্যান্য জিনিস আত্মসাতের অভিযোগে নদীয়া পুলিস বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ইহার সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তাঁহাদের দুই সঙ্গী।

এই ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এইরূপ কথাও শোনা গিয়াছে যে, আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে

(২য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে)

ভারত সম্প্রসারণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের নিকট পাক প্রেসিডেন্টের উক্তি

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে মে—প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আজ পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ "হিন্দু সম্প্রসারণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন"। মিঃ জন স্ট্র্যাচর নেতৃত্বে তিনজন সদস্য যুক্ত বৃটিশ শ্রমিক দলের যে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আয়ুব এই মন্তব্য করেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, এই নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান সীমানা ছাড়াইয়া ভারত সাম্রাজ্যের সীমানা অবস্থিত। তাঁহারা কোনরকমে চিন্তা করেন যে, আফগানিস্থান হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত—প্রত্যেক দেশে যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্য আছে, সে দেশই ভারতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ ও তাহা ভারতীয় রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের অঙ্গ ?

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং পাকিস্তানের সহিত বন্ধুত্বের পথে তাহা বাধা হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ভারতের অতীত আচরণ হইতে দেখা যায় যে, উহার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বর্ত্তমান। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ভারতকে যে সামরিক সাহায্য দিতেছে, সেই বিষয়ে তিনি বলেন যে, এই সম্পর্কে পাকিস্তানের আশঙ্কা কোন ভাবেই কাল্পনিক নয়।

আইয়ুবের মুসলিম লীগে যোগদান

গত এক বৎসর যাবত রাজনৈতিক দলে প্রেসিডেন্টের যোগ-

(২য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে)

পরলোকে ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী

প্রখ্যাত সার্জন ও মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জী বৃহস্পতিবার সকালে তাঁহার বাসভবনে মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭১ বৎসর। ১৯২৮ সালে সার্জন হিসাবে তিনি মেডিক্যাল কলেজে যোগদেন এবং ২৪ বৎসর চাকুরীর পর সার্জারির অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পত্নী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মারা যান।

বিবাহ আইন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সংবিধানের পরিপন্থী

বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইণ্ডিয়া বাইবেল খৃষ্টান এসোসিয়েশন বিবাহ আইন বিল যাহা পার্লামেন্টের যুক্ত কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে সে সম্পর্কে খৃষ্টানদের মনোভাব সম্পর্কে বলেন : ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত ও বাইবেলের পরিপন্থী ও সংবিধান-বিরোধী।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ জন এল ডোরসী বিলের ৬ ও ৭ ধারার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার দ্বারা খৃষ্টান গীর্জ্জাসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে স্বীকৃতি পত্র লইতে হইবে। ইহা কেবল অবমাননাকরই নয় বরং সংবিধান বিরোধী। শুধু তাহাই নহে, যে সকল পাদরী বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন তাঁহাদের রাজ্য সরকার সমূহের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিবাহ দানের জন্য এইরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইহাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া অভিহিত করা যায়।

(২য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে)

ফোন : ২৪-৮২০১

অর্দ্ধসাপ্তাহিক পয়গাম

The Paigam Biweekly

সংখ্যা | শনিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ | ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৫ শকাব্দ | ১লা মহররম, ১৩৮৩ হিঃ | 25th MAY, 1963 | প্রতি সংখ্যা ১৩ নঃ পঃ | বিমান ডাকে অতিরিক্ত ৩ নঃ পঃ

যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভারতকে আরও সাহায্য দানের সুস্পষ্ট ঘোষণা

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির বিবৃতি ঃ অর্থের বদলে সামরিক সম্ভার প্রাপ্তির আশ্বাস দান

সাহায্যের পরিমাণ প্রকাশে উভয়পক্ষের নীরবতা

ওয়াশিংটন, ২২শে মে—প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আজ তাঁহার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, আমেরিকা ভারতকে আরও অস্ত্র সাহায্য দিবে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলিতে থাকিবে।

ভারতের অর্থ ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর ওয়াশিংটন মিশন সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করিলে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এই সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনায় না যাইয়া সংক্ষেপে উল্লেখ...

শ্রীকৃষ্ণমাচারী আগামীকাল লণ্ডন যাইতেছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৫ম কলমে)

তেহরানের পথে পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী

করাচী, ২৩শে মে—আফগানিস্তানের সহিত পাকিস্তানের পুনরায় কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জেড এ ভুট্টো কাল প্রাতে বিমানযোগে তেহরান গিয়াছেন।

ইরানের শাহের মধ্যস্থতায় ২৪শে মে পাক ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-আফগান সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য গত বৎসর ইরানের শাহের চেষ্টায় যে আলোচনা শুরু হয় তাহারই জের হিসাবে এই বৈঠক হইতেছে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ ঃ ৬৪তম জন্ম-জয়ন্তী

"...মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না ......"

আমরোহা ও অন্যান্য উপনির্ব্বাচনের তাৎপর্য সম্পর্কে শ্রীডাঙ্গে

উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ কংগ্রেসের পরাজয়ে পঃ বঙ্গ কংগ্রেস উল্লাসিত ?

নয়াদিল্লী, ২৩শে মে—ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড এস, এ, ডাঙ্গে আমরোহা ও ফরক্কাবাদে সংসদীয় আসনদ্বয়ের নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণপূর্ব্বক সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বিভাগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, দ্রব্যাদির ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং জনগণের উপর গুরু করভারের ফলে ব্যাপক অসন্তোষের ঢেউ আসিয়াছে।

"সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনগুলির ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেশবাসীর মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগিয়াছে" জনগণ কোন্ পথে চলিয়াছেন ?

"উত্তরপ্রদেশের দুইটি উপনির্ব্বাচনে জয়ী আচার্য কৃপালনী ও ডাঃ লোহিয়া উভয়ে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যপুষ্ট।"

"এই প্রার্থিদ্বয়ের জয়লাভে যদি কেহ মনে করেন যে, দেশবাসী মেনন-কৃপালনী দ্বন্দ্বের সময়ের মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া এখন ইঙ্গ-মার্কিন জোটে যোগদান, চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ভারতের নিরপেক্ষতা নীতি বর্জ্জন পরিকল্পনাসমূহ পরিত্যাগ প্রভৃতির পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। কারণ জৌনপুরেই আবার কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। এদিকে রাজ্য বিধানসভাসমূহ ও জৌনপুরের ব্যাপারে কেহ যদি মনে করেন যে জনগণ কংগ্রেসের নীতি যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য ও করভার বৃদ্ধি পাইতেছে, সমর্থন করিয়াছেন

(২য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে

পাশ্চাত্য দাসত্বের অবসানকল্পে সমগ্র আফ্রিকায় জাতীয় জাগরণ

উপনিবেশবাদীদের প্রতি সতর্কবাণী ঃ আদ্দিস আবাবায় জাতীয় সম্মেলন শুরু

আদ্দিস আবাবা, ২৩শে মে—আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে গিনির প্রেসিডেণ্ট সেকুতুরে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উপনিবেশবাদীদের এই মহাদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, উহা না হইলে পর আফ্রিকার জনগণের মুক্তির জন্য তাহারা তাহাদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত করিবেন। সম্মেলনকে ঐরূপ সময় ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

প্রেসিডেণ্ট সেকু তুরে আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রকে "জাতীয় মুক্তি-ভাণ্ডারে" তাহাদের জাতীয় বাজেটের শতকরা এক ভাগ প্রদান করিতে হইবে।

প্রেসিডেণ্ট তুরে সম্মেলনে সমবেত ৩১ জন আফ্রিকান নেতার প্রতি এই মর্ম্মে আশ্বাস জানান যে, একটি সর্ব্ব আফ্রিকা সংগঠন, একটি সনদ ও একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট গঠন না করিয়া সম্মেলন মুলতুবী রাখা যাইতে পারে না।

প্রেসিডেণ্ট তুরে বলেন যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ রচিত হয়, উহা এখন অতি পুরাণো ও অকেজো হইয়া গিয়াছে। উহার সংশোধনপূর্ব্বক আফ্রিকাকে বিশ্বের দরবারে ন্যায্য মর্য্যাদা দিতে হইবে।

তিনি একটি আফ্রিকান সাধারণ বাজার এবং একটি আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠনের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি পুনরায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখার আহ্বানও জানান।

প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকা যদি বিরাট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইউনিট গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে আফ্রিকাই বা কেন উহা পারিবে না ?

জমিদার ও জায়গীরদারদের দিন শেষ হইয়াছে

পাঞ্জিমে কৃষক সমাবেশে শ্রীনেহরুর ঘোষণা

পাঞ্জিম, ২৩শে মে—পাঞ্জিম হইতে ৩২ মাইল দূরে পোণ্ডায় ১০ হাজার কৃষকের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কৃষকদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে, "উহাতে শুধু কৃষকদের লাভ হইবে না, সমগ্র দেশ তাহাতে উপকৃত হইবে।"

কৃষকদের এই সভায় প্রধানমন্ত্রী বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন, যখন তিনি বলেন : "জায়গীরদারদের ও জমিদারদের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চাষ করে তাঁহাদের অবশ্যই জমির মালিক হইতে হইবে।"

শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে কৃষক সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহাদের লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও অন্যান্য কাজ সম্পর্কেও শিক্ষিত করিবার জন্য ক্রমেই বেশী করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ থাকিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, চীনা আক্রমণের সময় উহা আরও বেশী প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কৃষকদের সমবায় গঠনেরও উপদেশ দিয়া বলেন যে, দুইটি গ্রাম লইয়া অন্ততঃ একটি সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত।

এক কোটি টাকা ব্যয়ের সেতুর ভিত্তি স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী আজ পাঞ্জিমে মান্দোভী নদীর উপর একটি সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এক-কোটি টাকা ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হইবে এবং গোয়ার রাজধানীর সঙ্গে বার্দ্দেজের উত্তর অংশ যুক্ত করিবে।

রেডক্রসের গুঁড়া দুধ লইয়া কেলেঙ্কারী

নদীয়ায় বিশিষ্ট ডাক্তার সহ তিনজন গ্রেপ্তার ঃ প্রবীণ কংগ্রেস নেতাও জড়িত

শিশু ও রোগীর পথ্য গুড়া দুধ সম্পর্কে যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সরকারের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তাহা তাঁহারা পারেন নাই। কারণ অবশ্য কাহারও অজ্ঞাত নহে। অনেক রুই কাৎলা জালে আটকাইতে পারে বলিয়া রহিয়া সহিয়া তদন্ত চলিতেছে এবং ছিটে ফোঁটা এখানে সেখানে গ্রেপ্তার ও ধরপাকড় করিয়া সরকার ও পুলিশ জনসাধারণকে তাঁহাদের কর্ম্ম-তৎপরতার কথা মধ্যে মধ্যে জানাইয়া দেন।

১৩ লক্ষ টাকার গুড়া দুধ ও রিলিফের অন্যান্য জিনিস আত্মসাতের অভিযোগে নদীয়া পুলিস বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর সহরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ইহার সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তাঁহাদের দুই সঙ্গী।

এই ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এইরূপ কথাও শোনা গিয়াছে যে, আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে

(২য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে)

ভারত সম্প্রসারণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন

বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের নিকট পাক প্রেসিডেণ্টের উক্তি

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২শে মে—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আজ পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ "হিন্দু সম্প্রসারণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন"। মিঃ জন ষ্ট্র্যাচির নেতৃত্বে তিনজন সদস্যযুক্ত বৃটিশ শ্রমিক দলের যে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এই মন্তব্য করেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, এই নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান সীমানা ছাড়াইয়া ভারত সাম্রাজ্যের সীমানা অবস্থিত। তাঁহারা কোনরকমে চিন্তা করেন যে, আফগানিস্তান হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত—প্রত্যেক দেশে যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্য আছে, সে দেশই ভারতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ ও তাহা ভারতীয় রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের অঙ্গ ?

প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং পাকিস্তানের সহিত বন্ধুত্বের পথে তাহা বাধা হইয়া রহিয়াছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ভারতের অতীত আচরণ হইতে দেখা যায় যে, উহার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বর্ত্তমান। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ভারতকে যে সামরিক সাহায্য দিতেছে, সেই বিষয়ে তিনি বলেন যে, এই সম্পর্কে পাকিস্তানের আশঙ্কা কোনভাবেই কাল্পনিক নয়।

আইয়ুবের মুসলিম লীগে যোগদান

গত এক বৎসর যাবত রাজনৈতিক দলে প্রেসিডেণ্টের যোগ-

(২য় পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে)

পরলোকে ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী

প্রখ্যাত সার্জ্জন ও মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন সার্জ্জারির অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জী বৃহস্পতিবার সকালে তাঁহার বাসভবনে মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭১ বৎসর। ১৯২৮ সালে সার্জ্জন হিসাবে তিনি মেডিক্যাল কলেজে যোগদেন এবং ২৪ বৎসর চাকুরীর পর সার্জ্জারির অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পত্নী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মারা যান।

বিবাহ আইন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সংবিধানের পরিপন্থী

বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইণ্ডিয়া বাইবেল খৃষ্টান এসোসিয়েশন বিবাহ আইন বিল যাহা পার্লামেণ্টের যুক্ত কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে সে সম্পর্কে খৃষ্টানদের মনোভাব সম্পর্কে বলেন : ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত ও বাইবেলের পরিপন্থী ও সংবিধান-বিরোধী।

এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ জন এল ডোরসী বিলের ৬ ও ৭ ধারার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার দ্বারা খৃষ্টান গীর্জ্জাসমূহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে স্বীকৃতি পত্র লইতে হইবে। ইহা কেবল অবমাননাকরই নয় বরং সংবিধান বিরোধী। শুধু তাহাই নহে, যে সকল পাদরী বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন তাঁহাদের রাজ্য সরকার সমূহের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিবাহ দানের জন্য এইরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইহাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া অভিহিত করা যায়।

(২য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে)

পয়গাম

শনিবার, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০
১লা মহররম, ১৩৮৩ হিজরী

যত দোষ নন্দ ঘোষ

আমরোহা উপ-নির্বা-নের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ হতভম্ব ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ন্যায় খোদ বিজয়ী প্রার্থী কৃপালনীজিও কম আশ্চর্য্য হন নাই। তিনিও ফলাফল দর্শনে যে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা আমাদের অনুমান। কারণ নির্বাচনে সাফল্য লাভ সম্পর্কে তাঁহার মনে যে বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নির্বাচনের অব্যবহিত পরের বক্তৃতা হইতেই। এই বক্তৃতায় নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অবৈধ হস্তক্ষেপ, সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি ও মুসলিম ভোটারদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া তিনি বলিয়াছেন উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল হওয়া উচিত। আচার্য্যের উক্ত বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ধুরন্ধর এই রাজনীতিবিদ্ তাঁহার পরাজয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া জনসমক্ষে নিজের কৈফিয়তের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি তাঁহার জয়লাভের শতকরা পঁচভাগও আশা থাকিত তবে নিশ্চয়ই তিনি এ-ধরনের বিবৃতি দিতেন না।

কেবলমাত্র মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির কথা বলিয়াই চুপ হইয়া যাইতেন: নিশ্চয়ই নির্বাচন বাতিলের প্রশ্ন আনিতেন না। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়া তাঁহার চক্ষু চড়ক গাছ হইয়াছে বৈ কি! কৃপালনীজি এখন কি বলেন?

কংগ্রেসের মধ্যে মেনন-উপদল কৃপালনীজীর বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত্তে হাফিজ মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বশক্তি আমরোহায় নিয়োগ করিয়াছে। অপর দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি বাদে দেশের সমগ্র বিরোধী দল একযোগে কৃপালনীজীর পক্ষে সমস্ত শক্তি সমাবেশ করে। প্রকাশ্যভাবে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, জনসঙ্ঘ ও রিপাবলিকান দল তাহাদের আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ ভুলিয়া জোট বাঁধিয়া ইব্রাহিম-বধে অগ্রসর হয়। স্মরণ থাকিতে পারে, আজ হইতে দেড় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের স্মরণীয় নির্বাচনী যুদ্ধে এইরূপ উভয় পক্ষে রথী-মহারথীদের সমাবেশ হইয়াছিল। আমরোহার ঘটনা সেই পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, সে সময় মেনন ছিলেন সম্মুখে আর এখন তিনি নেপথ্যে। এই নির্বাচনে মেননের সর্ব্বশক্তি নিয়োগের পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার। অর্থাৎ নেফায় বিপর্য্যয়ের দরুন কৃষ্ণমেনন কংগ্রেসী রাজনীতি হইতে বিতাড়িত হইয়া হাফিজ ইব্রাহিমকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া আচার্য্য বধের মাধ্যমে তাঁহার হারানো গদী ফিরিয়া পাইবার আশা করেন: তাই হাফিজজীকে সমর্থন। মিঃ মেনন জোট নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী ও কংগ্রেসের মধ্যে সোশালিজম্ কায়েমের আদর্শে বিশ্বাসী। অপর পক্ষে পশ্চিমী গোষ্ঠীর সমর্থক আচার্য্যজী মেননকে ধরাশায়ী করিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন যে, চীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ পশ্চিমী গোষ্ঠির দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই নির্ব্বাচনকে হাফিজজীর পরাজয় বা মেননের পরাজয় হিসাবে দেখিলে চলিবে না: বরং ইহাকে নেহরু নীতির পরাজয় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন কি?

একটি কেন্দ্রের উপ-নির্ব্বাচনে অবশ্য দেশের সম্পূর্ণ মনোভাব বুঝা যায় না। আমরোহার এই উপ-নির্ব্বাচনকে উভয় পক্ষই মর্য্যাদার লড়াই হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে উভয়েই জয়লাভের জন্য নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রশ্ন এই যে, মরহুম মোজাহেদে মিল্লাত মওলানা হিফজুর রহমানের নির্ব্বাচন কেন্দ্র আমরোহা এবং ফররুখাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেসের এই গুরুতর পরাজয়ের কারণ কি? কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাহা বিচার করিয়া একটি কৈফিয়তও খাড়া করিবেন বলিয়া মনে হয়। জোনপুরের একটি কেন্দ্রে জনসঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজিত হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে জনগণ সাম্প্রদায়িকতার ভূতের হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমানে বামপন্থী (অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট) অপেক্ষা দক্ষিণপন্থীদের (জনসঙ্ঘ প্রভৃতি) সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

কংগ্রেস সভাপতির সেই সতর্কবাণীর সত্যতা আমরোহার নির্ব্বাচনে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলের এই বিরাট সাফল্যে মনে হয় দেশবাসী আচার্য্যের পশ্চিমী জোটভুক্তিকে কায়মনোবাক্যে সমর্থন করে: আর ইহারা দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের বিরোধী।

কংগ্রেস আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া যদি সরাসরি ভাবে জনগণকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ না করিতে পারে তবে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার: জোট নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রবাদের ভরাডুবি হইবে।

কংগ্রেস পক্ষের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, মুসলিম ভোটার হাফিজ সাহেবকে ভোট না দিয়া কৃপালনীরজীকে ভোট দেওয়ায় কংগ্রেস এইরূপ গুরুতরভাবে পরাস্ত হইয়াছে। ইহাদের মত হইল বিরোধীদলকে ভোট দিয়া একশ্রেণীর ভোটার ভুল করিয়াছেন সত্য: তবে হাফিজ সাহেবকে ভোট না দিয়া তাহারা সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক মোচন করিয়াছে—ফলে তাহাদের প্রথম ভুল নাকচ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিয়া গণতন্ত্রকে কায়েম করিয়াছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অতএব দেখা যাইতেছে নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত যাহাই হউক না কেন তাহার ফলাফল এক পক্ষের মনোমত না হইলেই মুসলমানদের কংগ্রেস-ঘেঁষা, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি বলিয়া অপবাদ দেওয়া হয়: অপর পক্ষে বিরোধী পক্ষের জয় হইলে কংগ্রেসের তরফ হইতে মুসলমানদের দায়ী করা হয়। এই অবস্থার প্রতিকার কোথায়?

আমরোহা উপনির্ব্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার প)

তাহা হইলেও ভুল হইবে।"

"কেরলের রাজধানীতে কম্যুনিষ্ট বিরোধী কংগ্রেস ও পি এস পি দল দুইটির বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর জয়লাভ হইতে আবার বুঝা যাইবে যে, জনগণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি সম্পর্কেও সজাগ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

"আমরোহার উপনির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা ও জনসংঘ দল জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলিয়া আচার্য কৃপালনীকে সমর্থন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে যে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পরাজয় ঘটিবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই এক প্রকার নিশ্চিত ছিল।"

"ডাঃ লোহিয়ার নির্ব্বাচনক্ষেত্রে অবশ্য এই ভাবটা কম ছিল, সেখানে কংগ্রেসী প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ হইয়াছে কংগ্রেসী প্রশাসনের বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা, যেমন বলপূর্ব্বক প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, নূতন কর নির্দ্ধারণ ইত্যাদি।"

"জোনপুরে অবশ্য কংগ্রেসী প্রার্থী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের নীতি হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া জয়লাভ করিয়াছেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

উত্তর প্রদেশের দুই লোকসভার আসনে উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই তদন্ত কমিটি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত-র বিরুদ্ধে আনিত ঐ রাজ্যের বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতাদের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানত তদন্ত করিবে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তিনি উপনির্ব্বাচনে প্রচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণ উদ্যম দেখান নাই।

গান্ধী আশ্রমের নিন্দা

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী এ, পি, জৈন গান্ধী আশ্রমের কর্ম্মীদের পুরাপুরি শ্রী কৃপালনীর পক্ষে প্রচার অভিযানে লাগিয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতার জয়: শাহনওয়াজ

রেল উপমন্ত্রী জনাব শাহনওয়াজ খানও কংগ্রেসী নির্ব্বাচন যন্ত্রের অপদার্থতার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন বস্তুত এই বিজয় হইল সাম্প্রদায়িকতাবাদের, শ্রীকৃপালনীর নহে।

পঃ বঙ্গ কংগ্রেস উল্লসিত?

'স্বাধীনতার সংবাদে প্রকাশ পঃ বঙ্গের এক শ্রেণীর কংগ্রেসী কৃপালনী ও লোহিয়ার জয়ে এতদূর উল্লসিত হইয়াছেন যে তাঁহারা অভিনন্দন করিয়া তারবার্ত্তা পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। ঘটনা সত্য হইলে নিশ্চয়ই উদ্বেগজনক।

বিবাহ আইন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ধারায় সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত পাদরী ও সাধারণ ভাবে স্বীকৃত গীর্জ্জার পাদরীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া সরকার খৃষ্টীয় ঐক্যে ফাটল ধরাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

এই বিলে মাসী, পিসী, ভাগ্নী প্রভৃতিকে বিবাহের অধিকার দিয়া এবং ডাইভোর্স (তালাক)-এর স্বীকৃতি দিয়া বাইবেলের শিক্ষার উপর আঘাত হানিয়াছে।

পরিশেষে মিঃ ডোরসী সরকারের নিকট আবেদন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন খৃষ্টানদের এই ধর্ম্মীয় তথা পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ না করেন।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দান সম্পর্কে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবের মুসলিম লীগদলে যোগদানের ফলে তাহার নিরসন হইল। প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব সদস্যপদে যোগদানের জন্য ফর্ম্মে স্বাক্ষর করেন ও দুই আনা চাঁদা দেন।

লীগে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তিনি চৌধুরী খালিকুজ্জমানের সহিত সংগঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। নাজিমুদ্দিন উপদল ইহাতে সন্তুষ্ট নহে।

প্রেসিডেণ্টের বিবৃতি

প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান এক বিবৃতিতে বলেন যে, রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ ও দেশে স্থায়িত্ব বিধানের জন্য পার্টি স্বভাবতঃই আশা করে যে, তিনি পার্টিতে যোগদান করিবেন ও তদনুযায়ী তিনি যোগ দিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট বলেন, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের মৃত্যুর পর নেতার অভাব দেখা দিয়াছে।

তাঁহাদের পর যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা দুর্ব্বল এবং সব কিছু ধ্বসিয়া পড়িয়াছে ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মৌলিক সংস্কার সাধন ও দেশকে অগ্রগতির পথে স্থাপন করিয়া খণ্ড বিখণ্ড হওয়া রোধ করিবার জন্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গুঁড়া দুধ কেলেঙ্কারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে। জেলার একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতাও এই ব্যাপারে জড়িত আছেন বলিয়া প্রকাশ।

স্বয়ং জেলা শাসক নাকি এই ব্যাপারে নালিশ করিয়াছেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে তিনটি ৪০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হইয়াছে।

এবার রাজ[illegible] পালা?

আমেদাবাদ, ২২শে মে—আমরোহা উপ-নির্ব্বাচনে জয়ী আচার্য্য কৃপালনী স্বতন্ত্র দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম আর মাসানির সমর্থনে প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজকোটে যাইবার পথে দিল্লী হইতে আজ এখানে আসেন।

শ্রীমাসানি রাজকোট কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীজেঠালাল যোশীর বিরুদ্ধে লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। একজন নির্দ্দলীয় প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। আগামী রবিবার এই কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হইবে। শ্রী ইউ এন ডেবর পদত্যাগ করায় লোকসভার এই আসনটি শূন্য হয়।

আচার্য্য কৃপালনী আজ রাত্রে সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, একমাত্র কমিউনিষ্টদের ছাড়া তিনি কংগ্রেস বিরোধী যে কোন দল বা প্রার্থীকে নির্ব্বাচনে সমর্থন করিবেন এই কারণেই স্বতন্ত্র দলের প্রার্থীকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি রাজকোটে যাইতেছেন।

আচার্য কৃপালনী আমরোহা নির্ব্বাচনে বহু বাধার বিরুদ্ধে তাঁহার জয়কে বিস্ময়কর বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের লোকেরা বোম্বাইয়ের প্রতিশোধ লইবার কথা বলেন এবং কার্যক্ষেত্রেও তাহাই করেন।

প্রবন্ধ

নজরু[illegible]

ঃ হাসিনা বানু ঃ

নজরুল কাব্যে পৌরুষ এত বেশী যে তাঁর কোমল রূপ আবৃত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তাই যখনই তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনি বা দেখি সর্ব্বত্রই তাঁকে "বিপ্লবী কবি" বলেই বর্ণনা করা হয়। কবির সুকোমল মানবিক দিকটা আমরা যেন ভুলতে বসেছি। তাঁর কাব্যে বিদ্রোহের রূপটা এত প্রকট ও প্রবল যে সেইটাই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ফলে অন্যদিকগুলি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেয় ঠিক এমনি একটি দিক হলো নজরুল কাব্যে প্রেম।

নজরুল প্রতিভার সামগ্রিক বিচার এখনও হয় নি। কবির সত্যকার প্রতিভাকে আমরা খুঁজে পাই মানব মনের আকুলি-বিকুলি, প্রেম-বিরহ, ব্যথা-বেদনা সার্থক রূপায়ণের মধ্যে। কবি আশাবাদী। তাই তাঁর বিদ্রোহী সত্তা জ্বালাময়ী কবিতা মহাপ্রলয়ের রুদ্র তাণ্ডব নৃত্যের মাঝে ক্ষমা সুন্দর প্রেমসিক্ত রূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় নজরুল কাব্য জগতে কোন বাঁধা ধরা নিয়মে চলেন নি। তাই তো রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রভাব এড়িয়ে বাধা-বন্ধনহারা দুরন্ত বালকের মত সমস্ত কিছু আচার-নিয়ম-কানুন—শৃঙ্খল ভেঙ্গে কবি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব পথে চলেছেন। আর এই বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর প্রেমের কবিতায়ও বজায় রেখেছেন। বিদ্রোহী বিপ্লবী কবি যার [illegible] কুমারীর প্রেমে সেই কবি উদ্দাম ও চঞ্চল মেয়ের ভালবাসা মুখর।

শান্তির পূজারী অসীম মনোবলের অধিকারী যে কবি তাঁর রুদ্রবীণা সমন্বয়ে বজ্রকণ্ঠে দেশের ও সমাজের যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, সেই কবিই আবার উচ্ছ্বাস-প্রবণ ও সু-কোমল:

"আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী,
তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ
প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি!"

আর এই জন্যেই ত কবিকে ব্যবহারিক জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

রবীন্দ্র কাব্যে যেমন "মানস-সুন্দরী," বিহারী লালের কাব্যে যেমন "সারদা", শেলীর কাব্যে যেমন "Intillect Beauty"—এর লীলা চাঞ্চল্য দেখা যায়: নজরুল কাব্যেও ঠিক তেমনি 'অনামিকার' জন্য কবির ব্যাকুলতা দেখা যায়। "অনামিকা" কবির মানস-প্রিয়া—যাকে কবি পেতে চান বাস্তবের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে। অথচ সেখানে তার নাগাল পাননি।

"লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার
তৃষ্ণা-জাগানিয়া।"

আর এই না পাওয়ার কারণে তিনি বিশ্বের প্রতিটি নারীর মধ্যে খুঁজেছেন:

"রূপে রূপে, অপরূপা খুঁজেছি
তোমায়,
পবনের যবনিকা যত তুলি তত
বেড়ে যায়।"

স্বর লোকের উর্ব্বশী, উর্ব্বশীর মত অনন্ত যৌবনা, চির নূতন লীলা রহস্যময়ী, এই 'অ-নামিকা' মানুষের কন্যা, বধূ বা জননী নয়। সে আছে কেবল কবির কল্পনায় ও কবিতায়, বাস্তবের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাইত কবি অ[illegible] ছেন:

"তোমারে বন্দনা মর ব্যথ
স্বপ্ন-সহচরী কোরান,
লো আমার অনাগত প্রিয়া জানি,

যুগে যুগে এই 'অ-নামিকাকে না পাওয়ার বেদনা ফুটে উঠেছে কবির নিম্নোক্ত পংক্তি দুইটির মধ্যে:

"অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা
পারে!
স্বপ্নে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই
বারে বারে।"

দেহের সাধারণ তাগিদকে অন্তরালে রেখে যে সব প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন—তার মধ্যে যৌবন থাকলেও রক্ত মাংস ও দেহগত কামনার চিত্র অতিক্রম করে মূল সৃষ্টির সঙ্গে তা গভীর ভাবে যুক্ত ও ঐকতান সৃষ্টি করেছে। তিনি বরং বলেছেন: "নিভাও বাসনারে নয়নের জলে।"

তাঁর দেহাতীত প্রেম কবিতা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত একটি গভীরতর ও ব্যাপক প্রেম-স্বপন-রাজ্য সৃষ্টি করেছে।

শেলী, ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নজরুলের প্রেমের কবিতায় কোন উচ্চ দার্শনিকতা নেই। মোহিতলালের কিছুটা ছাপ নজরুল কবিতায় দেখা গেলেও তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতার জোরে সমস্ত প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। প্রেম করা অনেক কবির মতে পাপ। কিন্তু নজরুল তা মনে করেন না। কারণ তিনি দেহবাদের একনিষ্ঠ কবি। তাইত তিনি বলেছেন:

"যা-কিছু সুন্দর' হেরি ক'রেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে সবার মাঝে যেন তোমার হরষণ"
—অ-নামিকা

এই আবেগ ও প্রেম-বিরহের তীব্রতা বাস্তবায়নের জন্য নজরুলের প্রেমের কবিতা চিরস্মরণীয়। যে যৌবনের পিছনে একটি নারীর প্রেম ক্রিয়াশীল, যে তৃষিত চোখ একটি মাত্র নারীকে কেন্দ্র করে কল্পনার রঙ্গীন জাল বুনে—সেই একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিই কবি শ্রদ্ধাবান। তাইত কবি বলেছেন:

"তোমারে করিব পান,
অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু,
কভু পেয়ালায়।"

নজরুল বিরহের কবি: ব্যথার চোখের জলের ছবি। তাঁর প্রেমের কবিতায় যৌবন-তৃষা মিটাবার সাধনা, অনন্ত পিয়াসা—কখনও কখনও সুর শঙ্কাময়:

"ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি
ক্ষমিও সে অপরাধ,
অসহায় মনে কেন জেগেছিল
ভালবাসিবার সাধ।"
—বুলবুল

একদিকে প্রেয়সীকে পাওয়ার ব্যাকুলতা অপর দিকে চির সৌন্দর্য্যময়ীর রহস্য সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে কবির অশান্ত হৃদয়ের যে মনোরম চিত্র বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে একটা স্বর্ণালি আলিঙ্গন উদ্ভাসিত হয়েছে। যুগে যুগে মাটির একটি স্পর্শকাতর নারীকে কেন্দ্র করে যে প্রেম ধরা দেয়, একটি প্রেমের মাঝে সকল প্রেমের অসংখ্য স্মৃতি এসে ভীড় জমায়, সেই অতীতের স্মৃতি মন্থন করতে করতে আধুনিকা প্রেয়সীর প্রণয়ের যে অপরূপ আকর্ষণ অর্থাৎ প্রেমি-

ক!
ন,
নি
যে[illegible]
তেমনি চা[illegible]
করতে নিজের [illegible]

তাঁর প্রিয়া নূতন কোন প্রে[illegible] সঙ্গে রসের খেলায় মেতে ওঠে তখন তা হয় কবির পক্ষে অসহ্য। তাইত তিনি গেয়ে ওঠেন:

"এরা দেবী, এরা লোভী,
যত পূজা পায় এরা তত চায় আরো
ইহাদের অতি লোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী
নয়, যাচে বহুজন।"
—পূজারিণী

সকল শিল্প সৃষ্টিরই পশ্চাতে আছে প্রেমের সীমাহীন অনুপ্রেরণা। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমও বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু তার শুরু হয় নারী থেকে। আর এই প্রেম পরে শাশ্বত সুন্দর বিশ্বপ্রেমে বা স্রষ্টার প্রেমের পরম পরিণতি লাভ করে। তাই কবিরা সাধারণতঃ হয় প্রেমিক। এই চিন্তাধারার স্বীকৃতি পাওয়া যায় কবির বাক্যে:

"তুমি আমায় ভালবাস তাইত
আমি কবি
আমার এইরূপ সে যে তোমার
ভালবাসার ছবি।"
—কাব্যাণী

প্রেমের মূল কথা আত্মস্তরিতা নয়: আত্মসমর্পণ। কেননা আত্মসমর্পণ ছাড়া ভালবাসার প্রকৃত রূপ ও রস আস্বাদন করা যায় না! তা ছাড়া নজরুল কবিতায় প্রেমের অনন্ত আনন্দের বদলে মান-অভিমানের পালা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাইত কবি আত্মসমর্পণের সুরে গেয়ে উঠেছেন:

"নাইবা পেলাম আমার গলায়
তোমার গলার হার
তোমায় আমি করবো সৃজন—
এ মোর অহঙ্কার।"

এবং—

"চাইনা দেবীর দয়া, যাচি
প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুঃখে অভিমানে
নয়ন টলমল।"

—এ মোর অহঙ্কার।

কবির প্রেম ও যৌবন ধর্ম্মের আর একটি দিক আছে। ইরাণী রোমান্স ও মুসলিম ঐতিহ্যের যৌবন স্বপ্ন। সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের চাইতেও নজরুল অনেক অনেক গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাই বাংলার কৃষ্টির সংগে তিনি ফারসী ও আরবী তমদ্দুনের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। এই আরবী ও ও ফারসী শব্দ চয়নে তাঁর কবিতার ব্যঞ্জনা হয়েছে অনন্য-সুন্দর আর রোমান্টিক ভাব বেড়ে গেছে শতগুণ। "নওরোজ নিকটে" কবিতায় এবং ওমর খাইয়ামের অনুবাদের মধ্যে আমরা বসরাই গোলাপের রোমাঞ্চকর খশবুর সন্ধান পাই।

নজরুল প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্যান্য যে-সব কবিতা ও গান রচনা করেছেন তা এই প্রবন্ধের আওতার বাহিরে বলে আলোচিত হয়নি।

(৪র্থ কলমে দেখুন)

(৭ম কলমের পর)

পরিশেষে আমি বলতে চাই: নজরুল সংগ্রামে যেমন ছিলেন বজ্র-কঠোর, প্রেমে তেমনি ছিলেন কুসুমের ন্যায় কোমল। তাই নারীর হৃদয় প্রেমের জন্য তিনি অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাঁর জীবনসাধনার দুইটি রূপ তাঁর একটি কথায়ই সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে:

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য্য"।

-জের
দৈন্যে
আবার
. এ চোখের জল ফেলা থেকে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চাইল বাস্তবতাবর্জ্জিত রঙ্গীণ জীবনের স্বপ্ন এঁকে, কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সাহস কারো হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এর উপরে উঠেছিলেন সত্যি। মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন নির্ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গী ও গভীর সহানুভূতি দিয়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকায় প্রাঙ্গণের ধারে দাঁড়িয়ে মনের টেলিস্কোপ দিয়ে তিনি মাপতে চেয়েছিলেন তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা! তাই তোর অনুভূতির সৃষ্টি করেই ফুরিয়ে গেছে, সৃষ্টি করতে পারেনি তীব্র বিক্ষোভ, মনে মনে জ্বলতে পারেনি বিদ্রোহের দাবানল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছেই তাঁর সুরের এ অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি মেলে,—

"সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি
সঙ্কীর্ণ বাতায়নে—
মাঝে মাঝে গেছি আমি
ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি,
ছিল না একেবারে.
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয়
গানের পসরা
তাই আমি মেনে নিই সে
নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই
সে সর্ব্বত্রগামী।"

নজরুল এসে দোলা দিলেন সাহিত্যের লাজুক অঙ্গনে, রঙ্গীণ বুদ্বুদ নিমেষে মিলিয়ে গেল রূঢ় বাস্তবতার কঠিন আঘাতে তিনি যে কথা বললেন, সেকথা তার নিজের কথা, তাঁর সাহিত্য-সংসার দেশের কোটি কোটি সর্ব্বহারা মানুষকে নিয়েই। তিনি তাই তাদের ব্যথা বুঝেছিলেন নিজের ব্যথার ভেতর দিয়ে, তাদের কথা বললেন তাদের ভাষায়। এ অনুভূতির ব্যাপার নয়, এটা ভুক্তভোগীর স্বীকারোক্তি এবং সেজন্যেই জীবনকে বন্ধনমুক্ত করার অসীম প্রেরণা নিয়ে যে বিপুল জনতা সংগ্রাম চালিয়ে আসছে তাদের শুধু সমর্থন জানিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, নিজে সেই সর্ব্বহারা জনতার মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহ সর্ব্বহারা মানুষের পক্ষ হয়ে মাত্র অনুভূতিপ্রবণ কবির বিদ্রোহ নয়, এ সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকার ভুক্তভোগীর সংগ্রাম। অন্যান্য আত্মপ্রবঞ্চক লেখকদের থেকে তাই তাঁর সুর আলাদা, তাঁর গান আলাদা, আলাদা তাঁর বাণী।

ফ্রান্সের বিখ্যাত কথাশিল্পী আঁদ্রে জিদ্ বলেছেন, 'তোমরা যাকে বিশুদ্ধ শিল্প বল তা তো কেবল প্রাচীন রীতিনীতির অনুবর্ত্তন মাত্র, সেখানে শৃঙ্খলাবোধটাই বড় কথা। কিন্তু ভেবে দেখ, নিয়মানুবর্ত্তিতা কোন শিল্পীর স্বধর্ম হতে পারে না, বিদ্রোহের

..এ পথ।' কবি . জাতির প্রতিনিধি, .নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রেখে তাঁর অগ্রগামীদের মত তিনি কল্পনালোকে বাসা বাঁধতে পারেননি, যুগধর্ম্মের বেদনা কবিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তথাকথিত নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধকে না মেনে সমাজের কণ্ঠে জ্বালাময়ী প্রতিবাদের বাণী যোগানোর এই যে প্রচেষ্টা তা সৃষ্টিধর্ম্মী শিল্পীরই স্বধর্ম্ম, নজরুল তাই সৃষ্টিধর্ম্মী। তাঁর সামনে ছিল বাঁধান রাজপথ, কিন্তু অগ্রগামীদের অন্ধ অনুসরণকারী হয়ে তিনি সে রাজপথের শঙ্কাহীন পথ চলাকে বেছে নেননি। নিজের জন্য তিনি কেটে নিলেন নতুন পথ, কণ্টকাকীর্ণ সর্পিল পথে তাঁর যাত্রা হলো শুরু,—

"—আমি দুর্ব্বার
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার,
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন,
যত নিয়ম কানুন শঙ্খল!"

যৌবনের কবি নজরুল

নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় সেদিন কবির 'রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে' দুকূল ছাপিয়ে জাগল জোয়ারের কল্লোল, এগিয়ে এলেন তিনি—দুর্ব্বার গতিতে, উচ্ছল প্রাণাবেগ নিয়ে।

কিন্তু নজরুল কোন বিশেষ মতবাদের দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি; তাঁর বিদ্রোহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সমাজের যেখানে তিনি দেখেছেন শোষণ ও অবিচার, রাষ্ট্রীয় জীবনে যেখানে দেখেছেন পশুশক্তির উন্মত্ততা, ধর্ম্মীয়-জীবনের যেখানে দেখেছেন মুখোসধারী মানুষের ভণ্ডামি সেখানেই তিনি সৃষ্টি করেছেন দাবানলদাহ। তাঁর নিজের ভাষায়,—

"যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব
সেথায় বিদ্রোহ
ধামাধরা, জামাধরা মরণভীতু চুপ
রহো!"

পরাধীন দেশের কবি নজরুল। জন্মের প্রথম প্রভাতে দেখতে পেলেন তাঁর চারিদিকে কেবল বন্ধন-শৃঙ্খল, চারিদিকে শুধু চোখ রাঙ্গানী। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-যন্ত্রের নির্ম্মম নিষ্পেষণে মানুষ তিলে তিলে হচ্ছিল পিষ্ট। দেশের জনগণের অশিক্ষার অচলায়তনের পেছনে দাঁড়িয়ে গোপনে ও কৌশলে তারা লুটে নিচ্ছিল আমাদের জমির ফসল আর খনির সম্পদ! জাতির জীবনীশক্তি এমনি করে শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার চাপে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু হতে দেখে কবির বুক ফেটে চৌচির হল। তিনি দেখতে পেলেন একটা বিরাট জাতি তার ঐতিহ্য ও মহিমময় অতীতকে নিয়ে এক পা একপা করে এগিয়ে যাচ্ছে

বিস্মৃতি ও অবলুপ্তির অতল অন্ধকারে। এ দেখে কবি চোখের জল ফেললেন না। অদৃষ্টকেও দায়ী করলেন না, তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল 'কুণ্ঠাবিহীন নিত্য কালের ডাক।' আগুনের ফুলকী ছুটল দুচোখে. পড়ে পড়ে মার খাবার শিক্ষা যেদিন কবির সংগ্রামী চেতনাকে দাবিয়ে রাখতে পারল না, দুর্ব্বল ও লাঞ্ছিত মানুষের ছবি তাকে নিরুৎসাহ করল না, শত শতাব্দী ভাঙ্গেনি যে হাড় সেই হাড়ে সেদিন গান বেজে উঠল। এবার বাংলা কবিতার স্বর গেল বদলে। মোহিনী মাদকতা যে বীণার তারে, তাকে দূরে ছুঁড়ে কবি হাতে নিলেন অগ্নিবীণা, তাঁর বিষের বাঁশীর কণ্ঠ থেকে সেদিন ফেটে পড়ল—আর্ত্ত ফরিয়াদ নয়, বজ্রকঠোর ইস্পাতী সঙ্কল্পের সদম্ভ ঘোষণা। চোখের সামনে ভূখা মানুষের মিছিল দেখে কবি কি চুপ করে থাকতে পারেন? দেশের মানুষকে শিক্ষিত করার ভাঁওতা দিয়ে ইংরাজরা চাইল এ দেশের সত্যিকার ইতিহাসকে বিকৃত করতে, চাইল দেশের যাঁরা নমস্য তাঁদের ছোট করে আঁকতে, এমনিভাবে মানুষের জীবন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে কবি বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করলেন--

"প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্ব্বনাশ।"

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহকে মৃত্যুপথ-যাত্রী মানুষের মরণকামড় বলে মনে করলে ভুল করা হবে, এ হল আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সংগ্রামী মানুষের শেষ সাবধান বাণী। কবি শুধু আশাবাদী নন, নিজের শক্তিতে তার অটল বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনা কবির অন্তরে স্বীকৃতি পেয়েছিল বলেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় শোষকদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। কবির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর নিজের কথাই,

"—আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে শুধু বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ।"

কবি জানেন সাম্রাজ্যবাদীর মুখোস একদিন খসে পড়বে। পশুশক্তির একদিন পরাজয় ঘটবে। কবি প্রতীক্ষা করছেন না-আসা সেই সোনালী প্রভাতের জন্য—যেদিন মরিয়ার মুখে ধ্বনিত হবে মারণের বাণী, যেদিন, নিপীড়িতের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠবে সাম্রাজ্যবাদীর ইমারত। কবির দৃঢ় বিশ্বাস জগতের এই শোষিত ও সর্ব্বহারা মানুষ একদিন জাগাবে, তাঁরা একদিন শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াবে, সেদিন তাদের চলার বেগে ধ্বসে পড়বে তাদের তখ্ত তাউস, যাদের ভুখ মিছিলের সামনে লুটিয়ে পড়বে সাম্রাজ্যবাদীর শক্তিমদমত্ত উন্নত পতাকা। সেদিন তাদের বাহুতে জাগবে শক্তি, প্রাণে জাগবে আশা, আর তাদের বোবা মুখে ফুটবে ভাষা, নির্যাতীত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগ্রামের আহ্বান জানানোই তাঁর বিদ্রোহের লক্ষ্য। কবি তাই জাগার গান গাইলেন, অন্ধ কারার রুদ্ধ কবাটে তাঁর গানের ঢেউ এসে দোলা দিয়ে গেল, সুরের মূর্চ্ছনা উঠল তার বীণার তারে, সে সুর তন্দ্রালু চোখে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিল না, দিল আবেগ ও মোহ কাটিয়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি। ঘুম ভাঙ্গার গান ধ্বনিত হলো মিনারে মিনারে।

"জাগো, জাগো অনশন বন্দী উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
.........জাগো"

দেশের কোটি কোটি অর্দ্ধনগ্ন ও বোবা মানুষ, যারা এতদিন নিজেদের দুর্ব্বল ভেবে পশুশক্তির দাপটে আত্মবলি দিয়েছিল, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে যারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দৈবের জন্য অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল, যারা ভেবেছিল জগতে কেবল দুঃখ ভোগের জন্যই তাদের জন্ম, তারা কবির ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরে পেল। সর্ব্বশেষের সংগ্রাম মাঝে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে)

কবিতা — ধ্যানস্থ গম্ভীর

ঃ মহমুদল হক ঃ

ও কে ধ্যানস্থ গম্ভীর—
জীবনযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছে কি?
অথচ স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়ে
ওর মুখ দেখিনি প্রসন্ন উদ্ভাসিত হতে
(যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ওর চেতনায়,
ভাবনায়, অস্থিমজ্জায় ও রক্তে জাত!)
আনন্দ গর্ব্বিত পৌরুষের স্বর
ওর কণ্ঠে গুঞ্জরিত নয় আজ
(অথচ সঙ্গীতে, কথায়, কাব্যে, অট্টহাসিতে
ও প্রাণের মন্ত্রে জনগণমন উজ্জীবিত উদ্দীপিত
করেছিলো সে-ই।)
অন্তর্দেশে মিত্রজন বিষ সংক্রামিত করছে
খাদ্যে, ওষুধে ও বিলাস-ব্যসনে—
দেশসেবার মানসে দলছকে, ভোটে,
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে, প্রাদেশিক তাৎপর্যে,
ভাষার কৌশলে বজ্জাতি করছে জাতির নামে
ভুঁই-ফোঁড় নেতা যতো
(অথচ মানবতার পূজারী অর্থে
অমিত বলবীর্যে, সৌন্দর্যে, স্নেহ-মমতায়
কর্ত্তব্যকর্মে সে ছিলো বহু উর্দ্ধে!)
বহির্দেশে শত্রুজন হিমালয়ের প্রাচীর ভাঙতে
উদ্যত ও উদ্ধত—
লুটে নিতে চায় আমাদের যতো ইজ্জত, ঐতিহ্য
(অথচ বিশ্বের নিপীড়িত জনের
আত্মীয় ছিলো সে-ই—
সর্বমানবের মুক্তির উদ্গাতা!)
আজ অন্তরে-বাহিরে অনন্ত সংগ্রাম—
অনেক প্রেরণা চাই, অনেক আগুন
আর কলিজার খুন—
তাই মনে পড়ে সেই অবিস্মরণীয় নাম
কাজী নজরুল ইসলাম!

কাজী নজরুল ইসলাম কি ইসলাম বিরোধী?

ঃ আবদুস সোয়েব এম-এ ঃ

বাংলার সাহিত্য-গগন রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্ব্বগ্রাসী আলোকচ্ছটায় যখন সমুজ্জ্বল, অপরাপর কবিদের প্রতিভাদীপ্তি যখন দিবাভাগে চন্দ্রতারকার ন্যায় ম্লান, সেই যুগেই আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালীর প্রিয় বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বকীয় প্রতিভা বৈশিষ্ট্যে বাঙ্গালীর চিত্তমানসে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই গৌরব সাধারণ নয় বরং অনন্যসাধারণ।

মানবতার পূজারীরূপে বাঙ্গালী-জাতির নিকট কবি নজরুল অতি পরিচিত, সমাজে যাহারা অবহেলিত, ধনিকশ্রেণীর অত্যাচারে যাহারা জর্জ্জরিত, সেই মূক জনসাধারণের দুঃখে ব্যথিত কবি নজরুল চিরদিনই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, মানবতার জয়গান ইহার পূর্ব্বে আর কাহারও কাব্যে এরূপ সুউচ্চ কণ্ঠে, এত সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। খোদার রাজ্যে মানুষে মানুষে এত প্রভেদ, যে এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষেরই সৃষ্টি কবি নজরুল যেমন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং দ্বিধাহীন ও ভয়শূন্যচিত্তে কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন, বাঙ্গালী কবিদের কাব্যে সচরাচর সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার উদ্যত লেখনী-খড়গ-কখনও অত্যাচারীকে ক্ষমা করে নাই, কোন প্রলোভনই কখনও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, কোন সমালোচনার ভয়ে তিনি কদাচ সত্যভ্রষ্ট হন নাই। উদ্দাম, অসংযত, বল্গাহীন অশ্বের মত ছিল তাঁহার লেখনীর গতি। বাংলা কাব্যে তাঁহার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, অবস্থানও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এই অল্প অবস্থিতির মধ্যেই তিনি যেরূপ পাঠকচিত্ত জয় করিতে পারিয়াছেন, সেইরূপ জনপ্রিয়তা লাভ অতি অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যে জুটিয়াছে, বাংলা কাব্যে কবি নজরুল সত্যই এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং বলিতে পারা যায় বাংলা কাব্য জগতে কবি স্বয়ং এক বিস্ময়। কবি প্রতিভা বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নয়, এ প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় কবি ইসলাম বিরোধী ছিলেন কি না।

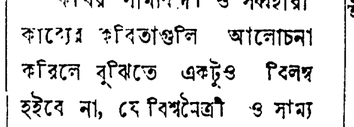

কবি জাতিতে মুসলমান, এজন্য অনেক মুসলমান গর্ব্ববোধ করেন, আবার অনেকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি ঘটনার জন্য তাঁহার বিরূপ সমালোচনাও করিয়া থাকেন। কবি ব্যক্তিগত জীবনে যে সর্ব্বদা সংযমের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না, বরং তিনি একবার শ্মশানে কিছুকাল কালী সাধনা ও করিয়াছেন। তবু তাঁহাকে ইসলাম বিরোধী—বলিয়া একেবারে অপাংক্তেয় করা সঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে অভিমত পোষণ করার পূর্ব্বে তাঁহার সাম্যবাদের কবিতাগুলি, ইসলামের ঐতিহ্য প্রীতি বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ এবং ইসলামিক সঙ্গীতাবলী উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বচ্ছ মন লইয়া আলোচনা করা বিধেয়। কবির সাম্যবাদের কবিতাগুলি, ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী সম্পর্কে সঙ্গীতসমূহ আলোচনা করিলে বরং মনে হইবে তিনি যেন ইসলাম ধর্ম্মের মূলনীতিগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া মুসলমানদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্যই লেখনী ধারণা করিয়াছিলেন।

কবির 'সাম্যবাদী' ও 'সর্ব্বহারা' কাব্যের কবিতাগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইবে না, যে বিশ্বমৈত্রী ও সাম্য ইসলামের মূল কথা, তাহারই জয়গান করা হইয়াছে। খোদার রাজ্যে যে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই, দরিদ্রের উপর ধনীর যে অত্যাচার করিবার কোন অধিকার নাই; মানুষে মানুষে অসাম্যতা যে মানুষেরই সৃষ্টি ইহাতে যে খোদার কোন সম্মতি নাই; ইসলাম যে এই সব দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে কবি নজরুল তাহাই অকপটভাবে কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন। কবি কোন নূতন কথা বলেন নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ইসলামেরই উক্তি। মানুষের অন্তরেই খোদার প্রকৃত অধিষ্ঠান সে কথাও মিথ্যা নয়. মানুষের হৃদয়ই প্রকৃত মসজিদ—এই কথাই তিনি জোর গলায় বলিয়াছেন তাঁহার 'সাম্যবাদী' কাব্যের 'সাম্যবাদী' কবিতায়। তিনি বলিয়াছেন মিথ্যা শুনিনি ভাই, এইহৃদয়ের চেয়ে

বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।"
এ উক্তির মধ্যে ইসলাম বিরোধী কি থাকিতে পারে বুঝিতে পারি না। খোদার সম্বন্ধে তিনি একই কথা ভিন্ন আকারে বলিয়াছেন, "হায় ঋষি দরবেশ, বুকের মনিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশদেশ।' অন্তরের খোদাকে চিনিতে না পারিয়া খোদার সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিলে কোনদিন খোদাকে পাওয়া যায় না, কবি এই কথাই বলিয়াছেন। খোদার নিকট সব মানুষই সমান, কোরআন পাকে খোদা মানুষের কথাই বেশী বলিয়াছেন, মানুষকে ভাল বলিয়া তাহাদের নৈতিক-মঙ্গলের জন্যই খোদা অসংখ্য পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাসিবার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মহান সৃষ্টি যেন মানুষের প্রেম ভালবাসায় আরও সুন্দর, আরও মহৎ হয় তাহাই খোদার কাম্য। মানুষেরই উপর এ মহান দায়িত্বভার তিনি অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শয়তানের চক্রে পড়িয়া মানুষ খোদাকে ভুলিয়া গিয়াছে, খোদার মহান নির্দ্দেশ পদদলিত করিয়া মানুষ স্বার্থের ঠুলি চোখে আঁটিয়া দম্ভভরে পৃথিবীর বুকে বসিয়া মানুষেরই বুকের রক্ত শোষণ করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেছে। আবার তাহারাই জোর গলায় নিজেদের পাপের বোঝা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

ইহা যেমন খোদার প্রতি উপেক্ষা, মানবত্মার প্রতিও সেইরূপ নিষ্করুণ তাচ্ছিল্য! মানুষের এই মোনাফেকি স্বাধীনচেতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই ঘোর অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে তিনি বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "ধর্ম্মান্ধরা শোনো, অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!" অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি হইয়া কবি মানুষের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি ইহাতে কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই, তিনি অতি সত্য কথাটি নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন এবং মানুষের জঘন্য মনোবৃত্তি সাধারণ চক্ষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া মানুষের ও জগতের উপকারই করিয়াছেন।

পৃথিবীর ধন সম্পদ আয়ত্তে রাখিবার জন্য এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষ কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করিয়া চলিয়াছে। আর এক শ্রেণী নিষ্পেষিত মানুষের উদ্ধার কর্ত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কি গলাবাজিই না করিতেছে। আর এই উভয়ের জন্য খোদার সৃষ্ট দুনিয়ার বুকে চলিতেছে তীব্র হানাহানি আর অজস্র রক্তপাত। নিরীহ মানুষের রক্তে দুনিয়ার মাটি রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত হইতেছে, একদল গণতন্ত্র ও অপর দল সমাজতন্ত্রবাদ কায়েমের ফাঁকা বুলিতে সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে। অথচ মজার কথা খোদা বিশ্ব দুনিয়ার সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষেরই ভোগের জন্য। ভোগের আড়ালে মানুষকে শোষণ করার অধিকার খোদা কাহাকেও দেন নাই—ইসলামও সেই ঐশ্বরিক বাণীই দুনিয়ার বুকে কায়েম করার নিমিত্ত পবিত্র 'জাকাৎ' প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কবি নজরুল দুনিয়ার বুকে স্বার্থের এই হানাহানি, বিদ্বেষ ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া খোদার নিকটেই তাঁহার প্রাণের ফরিয়াদ পেশ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "এই ধরণীর যাহা সম্বল, বাসেভরা ফুল রসে ভরা ফল, সু-স্নিগ্ধ মাটী, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠেগান, সকলের এতে সম অধি-

(৫ম পৃষ্ঠায় ৭ম কলমে)

কবিতা — অগ্নিবাংলার বিদ্রোহী কবিকে

ঃ বাগ্-বুল্-ইসলাম ঃ

জাতির বীর্য্য, জীবন সূর্য, বীর
ভয়-ভয়ঙ্কর মুক্তি পাথারে কাণ্ডারী বাঙালীর।
জাগো আজ জাগো, ওঠো তুমি ওঠো, ওঠো নব সাজে সেজে
বৈশাখী বেশে, গভীর নিনাদে, রুদ্র বিষাণে বেজে।
উত্তর কুরু কালের রক্তে সিক্ত সারাক্ষণ
নেকার কন্যা রুক্মীনি আজ চঞ্চল, ভীরু মন।
প্রাচীর শিয়রে বাজে রণ ভেরী
হিমাদ্রি কন্যা বিচলিত হেরি,
যাত্রা পথিক মন্থর গতি, শংকিত অভিযান
তোমার অভাবে পায়নাকো তারা অগ্নির আহ্বান।
জাগো নিঃশংক, সদা সতর্ক বিপ্লব পৃথিবীর
জাগো বিদ্রোহী, অগ্নির কবি উন্নত করি শির।

নজরুল ও ফজলুল হক

॥ আবদুল আজীজ আল-আমান ॥

সমকালীন যেসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কমবেশী নজরুলের আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মানদরদী এ, কে, ফজলুল হকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নজরুল তাঁর চলার পথে এই মহান নেতার নিবিড় স্নেহানুকুল্য পেয়েছিলেন।

বীরভূমের শামসুদ্দিন হোসেন সাহেবের মাধ্যমে কবি হক সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। তারপর "নবযুগ" বার করার সময় এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টন (49th, Bengolee Regiment) ভেঙে যায়। কবি ছিলেন এই পল্টনের কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার। পল্টন ভেঙে যাওয়ার পর তিনি এসে ওঠেন বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের বাসায়, ক'দিন পর গাঁটরি গোচকা নিয়ে চলে আসেন ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' অফিসে। এই সমিতির সকল সময়ের একমাত্র কর্মী জনাব মজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বেই পরিচয় হয়েছিল। ঠিক হল উভয়ে একত্রে একই ঘরে থাকবেন। নজরুল কলকাতায় আসার পরই ১৩২৭ সালের বৈশাখ (১৯২০ খৃ,-মার্চ্চ-এপ্রিল) 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, এবং ঐ একই খৃষ্টাব্দের (১৯২০) মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় "নবযুগ"—বাংলার প্রথম সান্ধ্য দৈনিক।

নজরুলকে নিকটে পেয়ে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করছিলেন · কিন্তু নিজেদের অন্ন সংস্থানের জন্য যাঁদের চিন্তা করতে হয় তাঁদের পক্ষে একটা দৈনিক পত্রিকার পরিকল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। তবুও নজরুল এবং আহমদ সাহেব নিরুৎসাহ হলেন না। এই সৎ প্রচেষ্টাকে তাঁরা সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরলেন।

সে সময় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যেমন ইংরাজ বিতাড়ণের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল, তেমনি একট কোলাহল পড়ে গিয়েছিল দেশবাসীর সহায়তায় 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী' গঠন করে বড় বড় ব্যবসাকে করায়ত্ত করাব। আহমদ সাহেব ও নজরুল উভয়ে সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনায় উৎসাহ এবং অংশ গ্রহণ করলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, মঈনউদ্দিন হোসেন এবং ফজলুল হক সেলবর্সী। জনাব এ কে ফজলুল হক তখন কলকাতা হাইকোর্টের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং খ্যাতনামা এডভোকেট। 'জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী' সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একদিন আহমদ সাহেবেরা সদলবলে তাঁর—নিকটে এলেন। সকল কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। তিনি জানালেন যে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা তিনি মনে মনে লালন করে আসছেন। পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব যদি এঁরা নিতে পারেন তা হ'লে আর্থিক ঝুঁকি তিনি নিজে বহন করবেন।

বলাবাহুল্য নজরুল এবং মুজফ্‌ফর আহমদ তখনই রাজি হ'য়ে গেলেন।

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয়: দায়িত্ব বহনে স্বীকৃত হওয়ার মূলে ছিল হক সাহেবের রাজনৈতিক স্বার্থ। তিনি তখন কংগ্রেসের একজন নামকরা নেতা। খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ তখন পুরোমাত্রায় সজীব এবং হক সাহেব এ আন্দোলনেরও একজন পুরোধা। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

প্রাথমিক পর্ব্ব শেষ হ'য়ে আরম্ভ হল প্রস্তুতি পর্ব্ব। ২২ নং টার্নার ষ্ট্রীটের নীচের তলায় ফজলুল হক সাহেবের একটি ছাপাখানা ছিল, কিন্তু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উপযুক্ত বাংলা টাইপ সেখানে ছিল না। সুতরাং টাইপপত্র কিনে প্রেসটিকে উপযুক্ত করতে বেশ কিছু সময় লাগল। এরপর পত্রিকার নাম নিয়ে বাধল গোলযোগ। ফজলুল হক সাহেবের ইচ্ছা একটি পছন্দ সই আরবী বা ফার্সী নাম দিয়ে পত্রিকাটিকে মুসলিম দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত করা। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে হিন্দুরা তাঁর কাগজ পড়বেন না। কিন্তু নজরুল ও মুজফ্‌ফর সাহেব উভয়েই এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন। এবং মূলত তাঁদেরই প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার একটি সমন্বয় ধর্মী নাম "নবযুগ" রাখা হয়। সাহিত্য জীবনের উষা-লগ্ন হ'তেই নজরুল

ছিলেন উদারমতাবলম্বী। সংকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামি বা উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তাঁর কোন দিনই ছিল না। উপরের ঘটনাটি তার সার্থক প্রমাণ।

নামকরণের ব্যাপারটি মিটে যাওয়ার পর সম্পাদনার ব্যাপারে গোলযোগ দেখা দিল। নজরুল তখন নামকরা সাহিত্যিক নন, তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এ ঘটনার অনেক পরে। মুজফ্‌ফর সাহেবের অভিজ্ঞতাও সামান্য। অন্ততঃ দৈনিক পত্রিকা পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁদের উভয়ের কারো ছিল না: তাই প্রথমদিকে তৎকালীন খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলী লিখিয়ে নেবার প্রস্তাব করেন হক সাহেব। নজরুল ও মুজফ্‌ফর সাহেব উভয়েই এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। অগত্যা হক সাহেব কোন রকমে রাজী হলেন বটে কিন্তু তাঁর মনের কানাচে সন্দেহেরা চলাফেরা করছিল সমানে। অল্প শিক্ষিত অনভিজ্ঞ দুই মুসলমান ছেলের হাতে কাগজের পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। যা' হোক শেষ পর্য্যন্ত জনাব মুজফফর আহমদ এবং নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এক সময়ে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগে'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। 'নবযুগে'র অফিস হ'ল ৬নং টার্ণার ষ্ট্রীট, সাইজ হ'ল রয়াল অর্থাৎ ২০ ইঞ্চি × ১৬ ইঞ্চি, মূল্য এক পয়সা। কাগজটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করল। জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছেন যে 'নবযুগে'র এই অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে ছিল নজরুল ইসলামের আপোষহীন বলিষ্ঠ লেখনী। 'নবযুগে'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "কাগজের লেখার তারিফ করে ফজলুল হক সাহেবের অনেক হিন্দুবন্ধু তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। কলকাতা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজ (নাম যদি ভুলে না গিয়ে থাকি মিষ্টার জাষ্টিস টিউনান) বাংলা জানতেন ও পড়তেন। তিনি ফজলুল হক সাহেবকে চেম্বারে ডেকে নিয়ে বললেন, তুমি তো কাগজের মারফতে অগ্নিবর্ষণ শুরু করে দিয়েছ।'... একথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুনেই 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখা বললে; সব কিছু বলা হল না, নজরুলের লেখা হেডিংগুলি হতো অতুলনীয়। রয়াল সাইজের কাগজে কতটুকুই বা স্থান। তাই নজরুল সফলতাঁর সহিত বড় বড় খবরগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত খবরে পরিণত করতো। আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই কী করে নজরুল আয়ত্ত করেছিল এই ক্ষমতা! তার আগে তো সে কোনদিন কোন দৈনিক কাগজের অফিসেও প্রবেশ করেনি।"

প্রকৃতপক্ষে 'নবযুগে' কাজ করার সময় নজরুলের প্রকৃত কবিসত্তার বিকাশলাভ ঘটেছিল। তাঁর প্রথম যুগের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি 'নবযুগে'র প্রচণ্ড কাজের চাপ ও দায়িত্ব পালনের মধ্যে লিখিত। এই সময়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর যে বলিষ্ঠ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হ'য়েছিল সেগুলি-বাংলা সাহিত্যের শাশ্বতকালীন সম্পদ। এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয়—নজরুলের তৃতীয় প্রকাশিত বইয়ের নাম "যুগবাণী" এবং এতে যে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি 'নবযুগে'ই প্রকাশিত।

নজরুলের মধ্যে দু'টি সত্তা ছিল। একটি কবি নজরুল অপরটি সৈনিক নজরুল। 'নবযুগে' কাজ করার সময় কবি ও সৈনিক নজরুলের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। দেশের অগণিত মজলুম জনগণের পক্ষ নিয়ে তিনি যে অগ্নিক্ষরা প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন সেগুলি তাঁর দুর্দ্দমনীয় সৈনিক সত্তারই প্রকাশ। এ সময়ে কবি বিশেষরূপে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। অগণিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা জমতো প্রায়ই। কিন্তু কবি তাঁর নিজের কর্ত্তব্যটি কখনো ভুলতেন না। সময় হলেই তিনি আড্ডা ছেড়ে উঠতেন এবং মুখে মুখে ছড়া কাটতেন:

"ওঠ কবি সৈনিক
নবযুগ দৈনিক।"

নজরুলের এই প্রত্যাগমন তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছে বিরক্তিকর মনে হতো। তাঁরা মনে মনে কিছু আহত হতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আবিষ্কার করলেন একজন কবি একটি দৈনিক পত্রিকার সর্বক্ষনের কর্ম্মী হ'লে তাঁর মৌলিক সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই তাঁরা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন নজরুল যেন 'নবযুগে'র সংশ্রব ত্যাগ করেন। বন্ধু-বান্ধবদের এই ব্যাপক অনুরোধ ছাড়াও আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়েছিল—যার ফলে স্বাধীন চেতা নজরুল 'নবযুগের' কাজ ছেড়ে দিলেন।

পূর্ব্বেই বলেছি 'নবযুগে' প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধাবলীতে স্বাধীনতাকামী মেহনতি জনতার প্রাণ-বাণী প্রকাশিত হচ্ছিল। তাই কাজটি অচিরেই তৎকালীন

(৫ম পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে)

চির-বিদ্রোহী নজরুল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এবার তার ইস্পাতি ঐক্য নিয়ে নিজের অধিকারের দাবীতে এক জোট হল, ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস, এতদিন পরে বন্দীরা পেল মুক্ত-জীবনের আস্বাদ, দুনিয়ার মজলুম মানুষ দেখতে পেল সুখী-সুন্দর জীবনের হাতছানি। এবার তারা বুঝতে পারল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ নেই—এ সংগ্রাম মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, এ লড়াই যুদ্ধ-দানবের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় মানুষের লড়াই, এ সংগ্রামের শেষ নেই। শোষক ও সাম্রাজ্যলোভীদের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ এমনি ভাবে ধাপে ধাপে দুনিয়ার মজলুম ও শোষিত মানুষকে দিল নতুন পথের ইঙ্গিত।

এবার সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কবি চালালেন তাঁর তীক্ষ্ণধার খড়গ। তিনি দেখলেন, এই সমাজে ন্যায় বলে, বিচার বলে ও সত্য বলে কিছুই নেই। যে যত ধড়িবাজ, যে যত ভণ্ড সমাজে সেই তত প্রতিষ্ঠাবান।

এই সমাজে একজনের বুকের রক্ত দিয়ে অর্জ্জিত ফলভোগ করে অন্যে, নিরায়াসে। যে কৃষক খর রৌদ্র তাপে জলে পুড়ে শক্ত মাটির বুকে ফসল ফলায় তার জন্যে জোটে অনশন, এমনিভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে একদল বড় হয়ে উঠছে তাদের মাথার উপর, তারা শোষণ চালায় অব্যাহতগতিতে। তারা মানুষের মনিব সেজে মানুষকে করে অপরিসীম অত্যাচার, দেশের কোটি কোটি কৃষকের জমির ফসল এসে জমা হয় এদের গোলায়, সমাজে এরা বিচারের নামে সবলের অন্যায় জুলুমকে সমর্থন করে চলে। এরা শ্রমিকের ঘাম [illegible] লুটে-নেয়ে গড়ে তোলে আকাশ-চুম্বী ইমারত।

এমনি যে সমাজ সেখানে একজন তেতালায় শুয়ে রং-এর বাহার দেখবে আর একজন শীতের রাতে বস্ত্রহীন অবস্থায় কুকড়ে পড়ে থাকবে 'ফুটপাথে'—সে সমাজকে কবি, ভেঙ্গে ফেলতে চান আঘাতের পর আঘাত হেনে, তিনি শোষকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে, তাদের ইমারত তাদের তখত-তাউসের তলায় চাপা আছে বুভুক্ষু মানুষের বুকফাটা 'ফরিয়াদ' তাদের সাত-মহলা দালানের প্রতিটি ইট বহন করছে। ভুখা মানুষের রক্তের দাগ কবির কণ্ঠে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে—

"—তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙ্গা? ঠুলি খুলে দেখ
প্রতিইটে আছে লিখা।
তুমি জানো,নাক' কিন্তু পথের প্রতি
ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট
অট্টালিকার মানে।"

আজকের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজের ভগ্নস্তূপের উপর কবি চেয়েছেন নতুন দুনিয়ার ইমারত গড়ে তুলতে। তাই দুর্ব্বল মানুষকে উঠে দাঁড়াবার মন্ত্র জুগিয়েছেন তিনি, শেষ আঘাত হানার দিয়েছেন প্রেরণা। কবি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন জনগণকে যারা জোকের মত শোষে তাদের জমিদার বলে সেলাম করবার দিন আর নেই। লাঙ্গল যার জমি তার—এই হল কবির সোজা দাবী। পৃথিবীর অফুরন্ত নেয়ামত যা বিশ্বপ্রভু সৃষ্টি করেছেন তা ভোগ করার অধিকার রয়েছে সকলের—একথা বিদ্রোহী কবির কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। কারণ তিনি ক্ষুধার অন্নে প্রাণের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। তাই তিনি শেষ সাবযন্ত্ররূপে ব্যবহার করছে, ধর্ম্মের নামে ডেকে আনছে হানাহানি ও আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। সত্যের

কাজী নজরুল ইসলাম

—গুলজার আমেদ

নিঝুম কেন হে বীর সেনানী
কাঁদিছে দেখ আসমান,
এই দুর্দ্দিনে গাহ সেই গান
চলরে নৌজোয়ান।
তোমারি মন্ত্রে উঠিবে জেগে
ভারতের কোণে কোণে,
ভারতের বীর খুলে সামশির
ছুটে যাবে ঐ রণে।
দেখিতে কি পাও না তুমি
লালায়িত ঐ চীন,
ভারতের মাটি করিবারে গ্রাস
বাজাইছে ভেরী নিশি-দিন।
তুমিও বাজাও বিষের বাঁশী
বাজাও সপ্তম সুরে,
উড়ুক নিশাণ রক্তে রাঙ্গিয়া
হিমালয়ের ঐ চুড়ে।
দিতে প্রাণ ফাঁসীর মঞ্চে
শুনি যদি তব তান,
গাহো সেই গান আমাদেরি মাঝে
চলরে নৌজোয়ান।
থেকো নাকো আর নির্ব্বাক তুমি
খোলো আজ সোনা মুখ,
বাজাও বীণা, সেই অগ্নিবীণা
ভারত জাগিয়া উঠুক॥

সেবক এই দেখে থাকতে পারলেন না এক মুহূর্ত্ত, কারণ অধর্ম্ম ও ধানবাণী উচ্চারণ করেছেন উপর তলার মানুষের জন্য।

তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে
আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব
সে ভরসা আজ মিছে!

ধর্মীয় জীবনের ভণ্ডামির প্রতিও তাঁর নজর পড়েছে। আজকের পোশাকী ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি দেখে কবির মনে জাগল বিক্ষোভ; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে বন্যা বইছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তিনি, বিদ্রোহ করলেন যারা খোদার [illegible] তাদের বিরুদ্ধে। কবি দেখতে পেলেন সত্যিকারের ধর্ম্মের বদলে মিথ্যা কুসংস্কার ও আদর্শবর্জিত নিস্প্রাণ অনুষ্ঠানগুলিই স্থান পেয়েছে। ধর্ম্মের শাশ্বত কল্যাণী রূপকে ভুলে গিয়ে এরা আজ ধর্ম্মকে শোষণের অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ করাই তাঁর কাজ। তিনি সত্য সুন্দর ও কল্যাণের বাণীবাহক। অসত্য ও অসুন্দরের রাজত্ব দেখে কবির মনে জাগল তীব্র বিক্ষোভ—

"তব মসজিদে মন্দিরে প্রভু নাই
মানুষের দাবী
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার
সকল দুয়ারে চাবী।"

আজকের সমাজে মোল্লা-পুরুতের দাপটে মন্দিরের দেবতা আর মসজিদের খোদা যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি আমাদের সমাজকে নিয়ে চলেছে এক ভয়াবহ হানাহানির কুটিল পথে, আর তাই মসজিদের সামনে দিয়ে দেবীমূর্ত্তির পিছু পিছু বাজনা বাজতে দেখে মুসলমানদের ইমান তাজা হয়ে ওঠে, তার মুসলমানী যম জেহাদের রক্ত পিপাসায় হঠাৎ যেন পাগল করে তার মন, মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে কয়েক মুহূর্ত্তে। ধর্ম্ম রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিধর্ম্মীর উপর। চাইকি—বেহেস্তের পথ এবার একেবারে সুগম হয়ে উঠবে। ওদিকে গো-মাতার রক্ত দেখে কোন সনাতন হিন্দু আর জলগ্রহণ করতে পারেন না। মাতৃহত্যাকে কচুকাটা না করলে সে যে দেবীর অভিশাপে ভস্মীভূত হবে! তাই দেবীর চরণকে বিধর্ম্মীর রক্তে রাঙ্গা করে দিতে সে মরণপণ প্রতিজ্ঞা নেয়, কিন্তু ক্লাবে গিয়ে দেখি জেহাদী মুসলমান আর সনাতন মুসলমান আর সনাতন হিন্দু একই টেবিলে সুরা টানছে,—ডান্সের মজলিসে একই জিনিষকে হাত বদল করছে। সারা জীবন

ধর্ম
বা
কর
মানুষে
নজরুল
তাঁর চো
তপস্বীদের অ
তাই তিনি মুক্তক
ছেন এদের জীবনের ব্য

"নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান,
রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখী শক্তি দিতে কি
পেরেছ একটুখানি,
ফল বহিয়াছ পাওনিক' রস হায়রে

নিরাশায় আশা হেকিমি শাস্ত্রের

কুয়তে বাহ্ বা শক্তি

শক্তিহীনতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের মহৌষধ।

বহু অর্থ ব্যয়ে কেবলমাত্র নবাব, রাজা প্রভৃতি বড় লোকগণই ইহা ব্যবহার করিয়া আজীবন অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তি উপভোগ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে আমরা ইহা পেটেন্টরূপে নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করিতেছি। মূল্য—৫৲ টাকা।

সর্দ্দি, কাশী ও হাঁপানি রোগে, দকায়ে সওয়াল বা ব্রঙ্কলীন। মূল্য—৪৲ টাকা মাত্র।

হৃদরোগে—মোকাব্বি-এ-কলব বা হার্টিন, মূল্য ৫৲; অজীর্ণ রোগে—হাজিম বা ডাইজেষ্টিন মূল্য ১৷৷০; দকায়ে সুজাক বা গনলীন মূল্য ৬৷৷০; চক্ষু রোগে—হিফজে নজর বা অপথেলীন, মূল্য ১৷৷০; জন্ম নিয়ন্ত্রণে—জবতে-তৌলিদ মূল্য ২৷৷০; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। পত্র পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠান হয় ষ্টকিষ্ট এজেন্ট আবশ্যক।

পার্ক হেকিমি কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৫নং সার্কাস রো, কলিকাতা—১৭: ফোন নং ৪৪-৬২৮০

হস্ত রেখার দ্বারা আপনার প্রশ্নের উত্তর জানুন

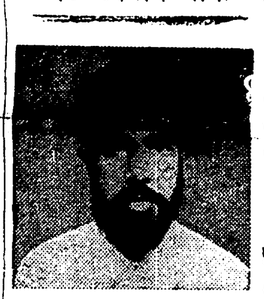

বিবাহ, রোগ, মামলা মোকদ্দমা, শারীরিক অশান্তি, বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, প্রেম চাকুরী, উন্নতি ব্যবসায়ে লোকসান, ঋণ, সন্তান পরীক্ষা, নিরুদ্দেশ ও দুষ্টগ্রহের কোপ প্রভৃতি যে কোন কারণেই চিন্তিত হউন না কেন আপনি অদ্যই ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করুন। প্রতি প্রশ্ন মাত্র ১৲, হাত দেখার জন্য ২৲। সাক্ষাতের সময়—সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত। **ফকির বাবা মোহাম্মদ আলী (আজমিরী), ৭৫নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা-১৪**
(মওলাওলী দরগাহের সম্মুখে)

আকসির গোল্ডেন টানক

যৌবন ও স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিতে ইহা
একটি অত্যাশ্চর্য্য টনিক

প্রাচীন ও নব চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহান সমন্বয়ের ফলে এই অত্যাশ্চর্য্য টনিকটি সৃষ্ট। বাস্তবিকই আমরা এই আবিষ্কারের জন্য গর্ব্ব অনুভব করি। জীবনী শক্তি দানই ইহার উদ্দেশ্য। রোগের পরে স্বাস্থ্য লাভের জন্য ইহা সেবন প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগে ইহা অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহা মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে। ইহা সকল ঋতুতে সকলের জন্যই সমউপকারী। জীবনী শক্তির জন্য "আকসির গোল্ডেন টনিক" ব্যবহার করুন। সেবনের মাত্রা—চা চামচের এক চামচ প্রত্যহ দুইবার খাবার পরে সেব্য।

বিঃ দ্রঃ—গরম পদার্থ ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। সহজ পাচ্য দ্রব্য খাইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি টাকা ২-৫০ নয়া পয়সা।

ন্যাশনাল দাওয়াখানা—১০৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে বিপুল আয়োজন

আমাদের দোকানে দেরাদুন চাউল ১৲ পেশওয়ারী চাউল ১৲ সের ও খাঁটী ঘৃত ৫৲ টাকা সের দরে পাওয়া যায়।
তালিকা পুস্তকের জন্য লিখুন।

[illegible] করে জন্মদিনে [illegible] -কণা। সেকি চিরাচরিত সমবেদনা কিংবা ব্যক্তিগত মনোব্যথা অবকাশ থাকবে না বুঝবার। এমনি করে সন্ধ্যাছায়ায় সে দিনের উৎসব মুখরতা ঝিমিয়ে আসবে। ধীরে ধীরে ঘরমুখী হবে ক্লান্ত উদ্যোক্তারা। চমৎকার ঘুমের মধুর আবেশ ভাংবে ভোরের সূর্য্যালোকে। আগের দিনের সকল আয়োজন সকল স্মৃতি মন থেকে যাবে মুছে। দিনপঞ্জীর পাতা ঝরে ঝরে আবার আসবে ১১ই জ্যৈষ্ঠ, সুরু হবে আবার জন্মদিনের পালা।

বাংলা দেশের জন্মদিনগুলি বাঁধা যেনো একই সুরে। না হয় এতে গঠনমূলক কোন কাজ, না হয় এতে কবির লেখার তাৎপর্য্যকে সর্ব্বসমক্ষে তুলে ধরা। কবি নজরুল সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ আশার আলো। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সুরু করেছেন তার গবেষণামূলক স্মৃতি কথা পরিবেশনের। এতে হয়তো মুক্তি পাবে অনেক অজানা তথ্য। তা থেকে রসপিপাসুরা গ্রহণ করবেন অমৃত। সেই সব সুহৃদবৃন্দ আজকের উৎসবে বরণ করুক প্রীতি অভিনন্দন। কবিকে আজ বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা দেখেছি তার প্রলয় উল্লাস। দেখেছি তার নিয়মশৃঙ্খলাহীন অপরিমিত ঔদ্ধত্য, আবার পরিচয় পেয়েছি ক্ষমা-সুন্দর, কুসুমিত মধুগন্ধে ভরা একটি পবিত্র হৃদয়ের। সঙ্গীতরাজ্যে তাকে দেখেছি সম্রাটরূপে—সুর যোজনায় যাদুকর হিসাবে কিন্তু বিশ্বনিখিলের স্বামীর কাছে আত্মগ্লানির অনুশোচনায় কাঁদতে দেখেছেন কি? সেই কান্নার রহস্যই হল ইসলামের অধ্যাত্মবাদের কথা। তার আগে আর একটি প্রশ্ন আছে প্রায় অনুরূপ মূল্যের।

ত্রিশ বছর আগে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ দূর থেকে অনুরোধ লিপি পাঠিয়েছিলেন কবিকে। বাংলার মুসলমান সমাজকে ইসলামিক ধ্যান ধারণার মধ্যে জাগানার জন্য। উত্তর দিয়েছিলেন তিন বছর পরে! কবি দিয়েছিলেন সাধ্যমত সমাজ সেবার স্বীকৃতি। তার সঙ্গে আরো বলেছিলেন সমাজের গোড়ামীর জন্য যদি তিনি পেয়ে থাকেন কাফের আখ্যা—

তাহলে আক্ষেপ করবার তার থাকবে না কিছু। কারণ দেশবাসীরা শাদী-খৈয়াম ও রুমীকেও আখ্যা দিয়েছিলো কাফের। মুসলমানের প্রকৃত রূপ কি শুধু এই একটি মাত্র পরিপ্রেক্ষিতে যদি চিনতে পারি কবিকে তবে আর অবকাশ থাকবে না দ্বিতীয় মতের। এই পরিচিতি পেতে হলে বলতে হয়—

আল্লাহ আর তাহার মাঝারে
কোন আবরণ নাই
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই
দেখেছ তাহারে ভাই?
আল্লার সাথে নিত্যযুক্ত
পরম শক্তিধর

[illegible] ভবান
যাহার প্রাণ
নত্য
মুসাফির গৃহহীন
[illegible] ধরেছে
পাদুকা যার জমীন
[illegible]নে আর রাতে চেরাগ
যাহার চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
আহার যাহার আল্লার নাম
প্রেমের অশ্রুধারা”

সুফীবাদ অথবা মুর্শিদী মতের—অন্তর দৃষ্টিতে দেখলে কোন প্রশ্নই আসে না আল্লাহ আর মানুষের মধ্যে বিভিন্নতার। সৃষ্টির আদিতে আত্মা অভিযোগ করেছিলো আল্লার কাছে সে থাকতে পারবে না মানুষের অভ্যন্তরের নিবিড় অন্ধকারে। আল্লাহ তখন মানুষের অন্তরলোকে দিয়েছিলেন আপন নূরের কণা। আত্মার কোন কষ্টই আর হয়নি মানব দেহে অবস্থান করতে। এর আর একটি নজীর আছে। হজরত রসুলে করিম (দঃ) সম্পর্কে। আল্লাহ বলেছেন—

আমা হতে ছিলো প্রিয়তর যাহা
আমার আলোর আলো
মোহাম্মদ সে, দিনু তাহারেই
তোমারে বাসিয়া ভালো।

আল্লার এই পরমাশ্চর্য্য জ্যোতিরাশিকে মলিন করে দেয় আমাদের ষড়রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ মাৎসর্য্যের দৌরাত্ম্যে আমরা দূরে সরে যাই প্রতি নিয়ত আল্লার সান্নিধ্য থেকে। সাচ্চা মুসলমানকে যদি চিনতে হয় তবে সব কথা বাদ দিয়ে যদি বলা যায়—

আহার যাহার আল্লার নাম
প্রেমের অশ্রুধারা

এক কথায় অনুমান করা যায় অনেক অজ্ঞাত রহস্য। চিত্তের সমস্ত অহমিকা বিগলিত না হলে মানুষের চোখে কখনই হয় না অশ্রুর সঞ্চার।

সমস্ত মান-অভিমান ভুলে আল্লাকে পরম নির্ভর করে কারো মনে খেদ বা অনুশোচনার উদ্রেক হলে—সে পায় তার করুণা। সৃষ্টিরহস্যের আদি মূল হতে যে ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে তামাম বিশ্ব ভরে, তার বাণী রূপ হল আল্লার নাম গান আর তার প্রেরিত প্রিয় হজরত রসুলে করিম (দঃ)-এর নাম গান। সমস্ত সৃষ্টির সেরা যখন মানব, তার সঙ্গে আল্লার সম্পর্ক অতি স্পষ্ট। তাই সাচ্চা মুসলমানের দেহমনের প্রতিটি অংশ থেকেই—সেই মহাসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হতেই হবে। তার আহার হবে আল্লার নাম। পার্থিব সম্ভোগের জীবন আর ইসলামিক জিন্দেগী এক নয়। ত্যাগের মাধ্যমে এ জীবন হয় প্রদীপ্ত। কেননা ইসলামি জিন্দেগীর নিরাভরণ ভঙ্গীর ভিতরই রয়েছে আত্মিক শক্তির সমৃদ্ধি। আত্মার উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ের পঙ্কিল অবর্জনা নিঃশেষ হয়ে যাবে প্রেমের অশ্রুধারায়। এই অশ্রুর মহাসিন্ধু মথিত হয়ে উঠবে যখন আল্লার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য তাৎপর্য্যে উপলব্ধির সৈকতভূমি ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস মধুরতায় পেলব হবে। কবি নজরুল ইসলাম এই আদি রহস্যের প্রেম সিন্ধুতে সম্পূর্ণ অবগাহন করেছিলেন কিনা বলা দুষ্কর তবে জ্ঞান বিলুপ্তির পূর্ব্বাহ্ণ তাকে দেখা গিয়েছিল গভীর শান্তিতে মগ্ন হওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে।

আল্লার নূরের ক্ষীণতম পূর্ব্বাভাসে পয়গম্বর মুসা কলিমউল্লাহ কে মুর্চ্ছিত হতে হয়েছিল। কোহেতুর পাহাড় হয়েছিল ভস্মীভূত। আল্লার গূঢ় মারফতকে পুরু আবরণের মধ্যে গোপন রাখার জন্যই এমন ঘটনার হয়েছিল একান্ত প্রয়োজন। না হলে অসংখ্য কৌতূহলী জনমনের অনন্ত জিজ্ঞাসার উৎপীড়নে ক্লিষ্ট হতে হতো। তাই বলে কি এ জিজ্ঞাসা কারো মনেই নেই? তা নয়। আত্মনিমজ্জিত জ্ঞানীর চোখে সমস্ত রহস্যকুহেলিকার পর্দ্দাই অপসারিত। মুর্শিদের খাস দোয়ায় এবং সাধনার মণিস্পর্শে ভক্তের হৃদয় দুয়ার অপার্থিব আলোকের দিকে উন্মোচিত হয়। কবি নজরুলের ভিতর এইভাবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

“মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার
অপরূপ তসবীর
তসবীতে জপি কত তার নাম
তত ঝরে আঁখিনীর
তসবীহি রূপ এই যদি তার
“তনজিহি” কিবা হয়,
নামে যার এত মধু ঝরে তার
রূপ কত মধুময়।

এ কোন মঞ্জিল এবং কিসের ছবি। অন্তরের মহাপ্রশান্তির সমাহিত পবিত্র শুভ্রশ্রী আর মহামহিমের অরূপের জ্যোতি লেখার কল্পনার রেখাবলী মাত্র। আসক্তির আকর্ষণে অনেক তথ্যের সমাধান পাওয়া যায়। কবি তাই তন্ময় তার গভীরে তনজিহি রূপের সীমা খুঁজে পাচ্ছেন না। এইরূপের জন্যই—

‘লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবা দেউলে’।

এবং উহারই পরম রূপ দেখে
ঈসা হল না কি সংসারী
মদীনা-মোহন আহমদ
ওরি লাগি কি চিরভিখারী

অলি ফকীর আল্লার কুতুব যারা তারা পরম অনুগ্রহ লাভ করেন কিন্তু এই অনুকম্পা হতে যে কোন ভুলের জন্য বঞ্চিত হতে পারেন এই ভীতি তাঁদের করে রাখে আড়ষ্ট। এই রূপের জন্য লাখো আউলিয়া করেছে জীবনপন। খোদার হাবিব হজরত রছুলে করিম (দঃ)কে দেখা গেছে কত বিব্রত। কবি নজরুলের ধ্যানের আর্শিতে প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল আল্লা প্রেমের। মরহুমা প্রমীলা নজরুলের ‘কাব্যে’ আমপারায় অবতরণীকায় লেখা থেকে

জানতে পারা যায় কবি পাক কালাম কোরআন শরীফের সম্পূর্ণ তর্জ্জমা করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু কাল ব্যাধির কবলে রাহুগ্রস্ত হয়ে কবির সে আশা রইলো অপূর্ণ। কবি আজ সকল সমালোচনার উর্দ্ধে। শুধু তার দৈহিক উপস্থিতিকে কেন্দ্র করেই তার স্বল্প মেয়াদী রচনাবলীর মান নিরুপণ করছি। আজ বলতে ইচ্ছে করে, হে কবি আল্লা তোমারে স্বচেতন করে তুলুন। তুমি হও পূর্ণ নিরাময়। জ্ঞান জাগ্রত জীবনে তুমি আল্লার মারফত বুঝতে পেরেছিলে আজকের মুক জীবনের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ও সেই উপলব্ধিই হোক আলোর দিশারী। কেননা তুমি বলেছিলে—

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান
বুলবুলি তায় গায় সদাই
ওরা খোদার দয়া যাচে
আমি খোদার ইশক চাই।

সেই রহমানুর রহিম আল্লাহতালার ইশকই হোক তোমার অনন্তকালের পাথেয়।

বিজ্ঞপ্তি

নজরুল জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে অনেক প্রবন্ধাদি পরিবেশন করতে গিয়ে আমাদের কাগজের নিয়মিত বিভাগগুলি কেবলমাত্র এই সংখ্যার জন্য বন্ধ রইল।

॥ বার্ত্তা সম্পাদক ॥

নজরুল ও ফজলুল হক

(৪র্থ কলমের পর)

বৃটিশ সরকারের বিষ নজরে পড়ে গেল। দু-একবার সাবধানী চিঠি এল সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হ’ল না দেখে সরকার ‘নবযুগে’র জামিনের টাকা (এক হাজার) বাজেয়াপ্ত করলেন। ফলে কাগজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় তাঁহাদের টাকা জমা দিয়ে কাগজ বার করলেন। ইতিমধ্যে ফজলুল হ’কের সঙ্গে সম্পাদকদ্বয়ের মতবিরোধ বাধল। প্রথমদিকে হক সাহেব নজরুল বা মুজফফর সাহেবের লেখার কোন প্রতিবাদ করতেন না বরং উৎসাহিত করতেন। শেষের দিকে সরকার পক্ষ থেকে যা খেয়ে তাঁর মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছিল এবং লেখার মধ্য থেকে উত্তাপ কমাবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মেনে চলা নজরুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এর উপরেও ছিল বন্ধু-বান্ধবদের পত্রিকা ত্যাগের নির্দ্দেশ। ফলে নজরুল ‘নবযুগে’র সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। জনাব মুজফফর আহমদের সম্পাদনায় কাগজটি আরো কিছুদিন প্রকাশিত হয় তারপর দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হ’য়ে যায়।

নবপর্যায়ে ‘নবযুগে’র পুনরায় আবির্ভাব হ’য়েছিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। এবারেও সম্পাদক হ’লেন নজরুল এবং কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বেসর্ব্বা হলেন এ কে ফজলুল হক। কিন্তু তারপরে দেশের রাজনীতিতে এল বিপুল পরিবর্ত্তন। ফলে ‘নবযুগ’ চিরতরে বন্ধ হ’য়ে গেল।

‘নবযুগ’ বন্ধ হ’য়ে গেলেও নজরুলের সঙ্গে হক সাহেবের মধুর সম্পর্ক চিরদিন বজায় ছিল।

দেশ বিভাগের বেশ কয়েক বছর পূর্ব্বে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হ’লে ফজলুল হক সাহেবের সম্বর্দ্ধনার এক আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হ’য়েছিল। নজরুলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জনতা কর্ত্তৃক হক সাহেব সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি তার মুগ্ধমনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। সেদিন হক সাহেব সম্পর্কে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন সে গুলির প্রত্যেকটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ। প্রত্যেকটি বক্তব্যের ভিতর দিয়ে হক সাহেবর মহানুভবতা, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও মহৎ উদারতার কথা ব্যক্ত হ’য়েছিল।

নজরুল এবং ফজলুল হক একত্রে বহু সভাসমিতিও করেছেন! নজরুল তখন নিখিল বাংলার জনপ্রিয় কবি আর ফজলুল হক ‘শেরে বাংলা’। দু’ জনারই জনপ্রিয়তার অন্ত নেই। তাঁরা যে সভা সমিতিতে গিয়েছেন তরঙ্গে তরঙ্গে জনসমুদ্র ভেঙে পড়েছে, মরা গাঙে প্রবল জোয়ার এসেছে যেন!

হক সাহেব নজরুলের কবিতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন। নজরুলের গানগুলিকে যে তিনি কী গভীর ভাবেই ভালবাসতেন। বিশেষ করে কবির ইসলামী সংগীতগুলির সঙ্গে হক সাহেবের সমগ্র হৃদয় বুঝি বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলে বা মন খারাপ থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতেন আব্বাস উদ্দিনকে। তাঁর ওপর নির্দ্দেশই ছিল নজরুলের ইসলামী সংগীত গাওয়ার জন্যে। আব্বাসউদ্দিন গান ধরতেই বহুদিন ছেলেমানুষের মত কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন হক সাহেব। বিলাতে গোল টেবিলে বৈঠকের আগের দিন হক সাহেবের বাড়ীতে হল মিলাদের অনুষ্ঠান। হক সাহেব বৈঠকে যাবেন সেই উপলক্ষে প্রার্থনা সভা। মিলাদের পর আব্বাসউদ্দিনের ওপর ভার পড়ল সংগীতের। তিনি হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে ধরলেন নজরুলের ইসলামী সংগীত।

“তোরা দেখে যা
আমিনা মায়ের কোলে
উদার কোলে রাঙা
রবি দোলে।”…

যতক্ষণ গান চলল, হক সাহেব নীরবে কেঁদে চললেন। নজরুলের ইসলামী সংগীতের এমন অনুরাগী শ্রোতা নিখিল বাংলায় আর ক’জন আছে!

একবার ঈদ-রি-ইউনিয়ন হ’ল। ওয়াসেল মোল্লার দোকানের দু’ তলায়। আমন্ত্রিত হয়ে এলেন ফজলুল হক, নজরুল এবং আব্বাস উদ্দিন। হক সাহের নজরুলকে ঈদ সম্পর্কে একটা গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। কবি এবং আব্বাসউদ্দিন উভয়ে মিলে গাইলেন:

“ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক
ঈদ মোবারক হো”;

হক সাহেবও উক্ত অনুষ্ঠানে বসে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন:

“দেখিনু সেদিন রাত্রে অদ্ভুত স্বপন
শ্মশান মাঝারে, এক মহান
মানব বিভূতি-ভূষিত।
জিজ্ঞাসিনু তারে:
কহ তুমি কেবা?
কহিল—আমি যে কবি। পৃথিবী
শ্মশানে আমি গাহি সদা
জীবনের গান।’……

কবিতাটি শোনাবার পর নজরুলের দিকে তাকিয়ে সমবেত জনতার সম্মুখে তিনি সগর্ব্বে বলেছিলেন, “দেখুন, আমি যদি কাজী আর আব্বাসকে নিয়ে বাংলা দেশে বের হই তা হ’লে সারা বাংলা জয় করতে পারি ক’দিনের ভেতরই।”

হক সাহেবের এ মন্তব্যের মধ্যে বোধ হয় এতটুকুও অতিশয়োক্তি ছিল না।

অর্থনৈতিক কোন কারণে একেবারে শেষের দিকে হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের বোধ হয় কোন তিক্ততার সৃষ্টি হ’য়ে থাকবে। নবপর্যায়ে “নবযুগ” প্রকাশ এবং বন্ধের সময় নজরুল নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েছিলেন। কবির স্ত্রী তখন দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে, কবির মানসিক বিকৃতির সূচনাও হ’য়েছিল তখন। ‘নবযুগ’ অফিসের মধ্যেই দু’দিন তিনি অচৈতন্য হ’য়ে পড়েছিলেন। মোট কথা অর্থনৈতিক কারণে কবি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এই সময়ে লিখিত একটি পত্রে কবির অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও হক সাহেবের প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাব সুস্পষ্ট হ’য়ে উ’ঠেছে। হয়তো শেষ বারের মত চিঠিতে তাঁর স্বভাবসুলভ বিদ্রোহভঙ্গী উচ্চারিত। আমরা নিম্নে সম্পূর্ণ চিঠিখানি উদ্ধৃত করলাম:

প্রিয় হায়দার,

খোকাকে পাঠালাম, তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এস। আমি blood pressure-এ শয্যাগত। অতিকষ্টে চিঠি লিখেছি। আমার বাড়ীতে অসুখ, ঋণ পাওনাদারের তাগিদ প্রভৃতি worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি। তারপর ‘নবযুগে’র worries ৩।৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার nerves shattered হ’য়ে গেছে। ৬ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারীর মত ৫।৬ ঘণ্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম Equityর টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয়, বাঙলা, বাঙালীর টাকা। আমি ভাল চিকিৎসা করাতে পারছি না। একমাত্র আমার জন্য Sincerely appeal করেছ সত্যকার [illegible] হিসাবে। আমার হয়তো এই শেষ পত্র তোমাকে দিলাম। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু; কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতিকষ্টে দু’একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা হয় সর্ব্বশরীরে, হয়তো কবি ফেরদৌসীর মত ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। হয়ত ভালই আছ।

তোমার—
নজরুল
১৭।৭।৪২ ইং

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: আজ পর্য্যন্ত কবির স্বহস্ত লিখিত যতগুলি চিঠি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এইটাই হ’ল সর্ব্বশেষ পত্র। সম্ভবতঃ এরপর কবি আর কাউকে কোন চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি। তাঁর বর্ত্তমান ব্যাধির সর্ব্বপ্রথম সূচনা হয় ১০-৭-১৯৪২-তে। কথাবার্ত্তা পূর্ব্বেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিছুদিন পর তাঁর লেখার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। শেষে তিনি উন্মাদ হয়ে পড়েন।

যা হোক শেষের দিকে শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের সাথে তাঁর কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হ’লেও তাঁদের মধ্যকার স্নেহের সম্পর্ক একেবারে বিছিন্ন হয়নি কোনদিন। একে অপর হ’তে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন চিরদিন।

নজরুল ইসলাম কি ইসলাম বিরোধী?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কার, এই তাঁর ‘ফরমান।”

খোদার সৃষ্টি মাঝে সকল জিনিষেই যে সকলের সমান অধিকার, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে, এ সমস্ত মধ্যে কবির মনোভাব ব্যক্ত হইলেও ইহাদের মাধ্যমে ইসলামের কথাই পাঠকের সমক্ষে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ‘সাম্যবাদী’ ও ‘সর্ব্বহারা’ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ইসলামের সাম্যনীতিরই জয়গান নূতন সুরে গীত হইয়াছে মাত্র। ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি কবির কিরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁর ‘জিঞ্জীর’ কাব্যের ‘খালেদ,’ ‘ঈদ মোবারক’ ও ‘উমর ফারুক’ কবিতায় এবং ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের ‘মোহররম’ ‘কারবানী’ ও ‘শাত-ইল-আরব’ কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন, ইসলামী ইতিহাসের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত আরব উপদ্বীপে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের অত্যাচার দেখিয়া তিনি যেমন ক্ষুব্ধ হইয়াছেন; সেইরূপ ইতিহাসস্রষ্টা আরব জাতির অসহায় অবস্থা এবং ভীরুতা ও ক্লৈব্য দর্শনে যারপর নাই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া গাহিয়াছেন,

“শাতিল আরব! শাতিল আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর!
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর!

যে আরব দেশে কত শত মুসলমান বীরের বীরত্বের কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যে দেশে আরব মনীষার কত স্বাক্ষর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে সেই আরব দেশের মুসলমান আজ বিদেশীর পদানত হইয়া ভিক্ষুকের মত বিদেশীর কৃপা ভিক্ষা করিতেছে! তাই কবি সখেদে বলিয়াছেন:

“খালেদ! খালেদ! কীর্ত্তি তোমার
ভুলি নাই মোরা কিছু,
তুমি নাই, তাই ইসলাম আজ
ছটিতেছে শুধু পিছু।”

ইসলামের সুনাম রক্ষক সে খালেদ নাই, তাই আরবের আজ ইসলামের সে জৌলুষও নাই। কবির ধ্রুব বিশ্বাস আজ আরবে খালেদের মত বীরের একান্ত প্রয়োজন। আজ খালেদের ন্যায় তেজস্বী ধর্ম্মপ্রাণ বীরের আবির্ভাব না হইলে আরব জাহানের মুক্তির কোন আশা নাই। তাই কবি তাঁহার আন্তরিক কামনার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন এই কয় ছত্রে:

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল আরবের মাটি, পলিদ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটী। মওতের দারু পিইলে ভাঙ্গে না হাজার বছরী ঘুম? খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম!” জাতির অধঃপতনে অন্তর না কাঁদিলে এরূপ বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইতে পারে না।

কারবালার মর্ম্মান্তিক কাহিনী কবি চিত্তকে দলিত মথিত করিয়া দিয়াছে। এজিদ সৈন্যের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কবির রোষবহ্নি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়াছে তাহার ‘মোহররম’ কবিতায়। পরক্ষণেই আবার রাশেদীন ওমর ফারুকের ন্যায়নিষ্ঠা, ত্যাগধর্ম্মও মানবপ্রেম স্মরণ করিয়া পুলকিতচিত্তে কবি তাঁহার মহান আদর্শের জয়গান গাহিয়াছেন। কে বলিবে, কিছুক্ষণ আগে এই কবিই ইসলামের অপমানে ক্ষিপ্ত শার্দ্দুলের ন্যায় অপরাধীর উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কবি আদর্শ খলিফা ওমর ফারুকের যে জয়গান করিয়া-

(৬ষ্ঠ কলমে দেখুন)

(৭ম কলমের পর)

ছেন তাহা শুধু কবি কেন সমগ্র মুসলমান জাতি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত চিত্তে স্মরণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিবে। প্রথম জীবনে যে ফারুক ছিলেন ঘোরতর ইসলাম বৈরী, ইসলাম গ্রহণ করিয়া সেই ওমরই হইলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের আদর্শ খলিফা। হজরত ওমর ফারুক সম্বন্ধে কবির উক্তি সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি খলিফার মাহাত্ম্য বর্ণনার সঙ্গে বলিয়াছেন,—

“কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্য দিয়া’ছে প্রাণ, তুমি রূপ—তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান। ইসলাম দিল কি দান বেদনাপীড়িত এ ধরণীরে, কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠল শেষ নবীরে, তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব, সে সব জিজ্ঞাসার কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার। উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম্ম, আছে তার প্রয়োজন।

কোরাণের বাণী যে সত্য ও চিরন্তন এবং উহা যে আল্লার প্রেরিত; দুঃখ বেদনা জর্জ্জরিত পৃথিবীকে যে একমাত্র ইসলামই আশা ও শান্তির বাণী শুনাইতে পারে এবং এই ইসলামই যে হজরত ওমর ফারুকের ন্যায় আদর্শ খলিফা গড়িতে পারে—এমন সুন্দর ও সত্য বাণী কোন অবিশ্বাসী লেখক বা কবির লেখনী হইতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ও উদ্দাম গতিতে নির্গত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কবির আন্তরিক বিশ্বাস যেন বিগলিত ধারায় নির্গত হইয়া মসীরূপ ধারণ করিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ইহা কবিরই মর্ম্মবাণী।

কবির কাব্য সমূহ হইতে এরূপ অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে যেগুলি ইসলামী ইতিহাস, ধর্ম্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কবির সুদৃঢ় ও সুগভীর বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। অতিমাত্রায় উদ্ধৃতি দ্বারা প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ার আশঙ্কায় আপাততঃ তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

কবি নজরুলের ইসলামী সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিলেও খোদা ও নবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানুষের পাপ ক্ষমা করিতে একমাত্র খোদাই পারেন, খোদার এই শক্তি সম্বন্ধে কবির মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় নাই।

“আল্লা করো না বিচার…।’ গানখানি কবির সেই বিশ্বাসের

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে)

ইহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ—
আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যের
নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি।

অর্ধসাপ্তাহিক
পয়গাম
| শনিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ | ফোন : ২৪-৩২০২

বেতার বার্তা

সোমবার, ২৭শে মে ১৯৬৩

কলিকাতা ক প্রথম অধিবেশন : ৬-৩০ মাঙ্গলিকী সানাই, ৬-৩৫ গীতি বন্দনা, ৬-৪৫ সমবেত কণ্ঠে, ৬-৫০ সংবাদ প্রসঙ্গ, ৭-২ সঙ্গীতাঞ্জলি ৭-২৫ আবহবার্ত্তা, ৭-৪৫ আধুনিক গান, ৮-১৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৮-৩০ ঘটনা প্রবাহ, ৮-৩৫ বীণা, ৯টা সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন : ১২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত, ১২-৫৫ সংবাদ সমীক্ষা, ১-১৫ গীতি মঞ্জুষা, ১-৪০ ঘটনা প্রবাহ, ১-৪৫ যন্ত্রসঙ্গীত, ১-৫০ মহিলা মহল, ২-২৬ আবহ-বার্ত্তা, ২-৩০ সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন : ৫-৩০ খেয়াল ৬টা যন্ত্রসঙ্গীত, ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা, ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর, ৭-৪৫ স্থানীয় সংবাদ, ৮-১০ যন্ত্রসংগীত, ৮-৩০ ভজন, ৮-৩৫ সেতার, ৯টা খেয়াল, ৯-৩০ গীতান্বিতা, ১০-৩০ শ্যামাসঙ্গীত, ১০-৪৫ আধুনিক ও গীত, ১১টা আবহবার্ত্তা ও সমাপ্তি।

কলিকাতা খ প্রথম অধিবেশন : ৮টা ইংরেজী সংবাদ, দ্বিতীয় অধিবেশন : ১টা পাশ্চাত্য সঙ্গীত, তৃতীয় অধিবেশন : ৬-১০ আধুনিক গান, ৬-৩০ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৭টা রবীন্দ্রসংগীত, ৭-১৫ বাণিজ্য-বার্ত্তা, ৭-৪৫ খেয়াল ৮-৪০ সমবেত কণ্ঠে, ৯-৪০ যন্ত্রসংগীত, ১০-১৫ আধুনিক গান।

মঙ্গলবার, ২৮শে মে ১৯৬৩

কলিকাতা ক প্রথম অধিবেশন : ৬-৩০ মাঙ্গলিকী সানাই, ৬-৩৫ গীতিবন্দনা, ৬-৪৫ সমবেত কণ্ঠে, ৬-৫০ সংবাদ প্রসঙ্গ, ৭-৫ সঙ্গীতাঞ্জলি, ৭-২৫ আবহবার্ত্তা, ৭-৪৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত ৮টা আধুনিক গান, ৮-৩০ ঘটনা প্রবাহ ৮-৩৫ খেয়াল, ৯টা সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন : ১২-৩০ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ১২-৫৫ সংবাদ সমীক্ষা, ১-১৫ গীতিমঞ্জুষা, ১-৪০ ঘটনা প্রবাহ, ১-৪৫ যন্ত্রসঙ্গীত, ২-১৫ গীতিকা, ২-২৬ আবহবার্ত্তা, ২-৩০ সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন : ৫-৩০ সেতার, ৬টা যন্ত্রসঙ্গীত, ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা, ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর, ৭-৪৫ স্থানীয় সংবাদ, ৮-১০ যন্ত্রসংগীত ৮-৩০ বেহালা, ৯টা আধুনিক ও ভজন, ৯-৩০ বাংলা রূপক, ৯-৪৫ সমাজ সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ, ১০টা বাংলা আলেখ্য, ১০-৩৫ খেয়াল ১১টা আবহবার্ত্তা ও সমাপ্তি।

কলিকাতা খ প্রথম অধিবেশন : ৮টা ইংরেজী সংবাদ, দ্বিতীয় অধিবেশন : ১টা পাশ্চাত্য সংগীত, তৃতীয় অধিবেশন : ৬-১০ বেহালা, ৬-৩০নজরুল গীতি, ৭টা রবীন্দ্রসংগীত ৭-১৫ বাণিজ্যবার্ত্তা, ৭-৪৫ সেতার, ৮টা হিন্দী অনুষ্ঠান, ৮-৩০ সংবাদ বিচিত্রা, ৮-৪৫ অতুলপ্রসাদের গান, ১০টা বেহালা, ১০-১৫ আধুনিক গান।

বুধবার, ২৯শে মে, ১৯৬৩

কলিকাতা ক প্রথম অধিবেশন : ৬-৩০ মাঙ্গলিকী সানাই, ৬-৩৫ বন্দনা গীতি, ৬-৪৫ সমবেত কণ্ঠে, ৬-৫০ সংবাদ প্রসঙ্গ, ৭-৫ সংগীতাঞ্জলি, ৭-২৫ আবহবার্ত্তা, ৭-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত, ৮-১৫ আধুনিক গান, ৮-৩৫ সেতার, ৯টা সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন : ১২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত, ১২-৫৫ সংবাদ সমীক্ষা, ১-১৫ গীতি মঞ্জুষা ১-[illegible] ঘটনা প্রবাহ, ১-৫০ মহিলা মহল, ২-২৬ আবহবার্ত্তা, ২-৩০ সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন : [illegible]-৩০ গল্পদাদুর আসর, ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা, ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর, ৭-৪৫ স্থানীয় সংবাদ, ৮টা সেতার ৮-৪০ যন্ত্রসঙ্গীত, ৮-৪৫ লতা মংগেশকর, ৯টা রবীন্দ্রসংগীত, ৯-৩০ শ্যামাসংগীত, ১০টা প্রতিধ্বনি, ১০-৩৫ খেয়াল, ১১টা আবহবার্ত্তা ও সমাপ্তি।

কলিকাতা খ প্রথম অধিবেশন : ৬-১০ খেয়াল, ৬-৩০ আধুনিক গান, ৭টা ভজন, ৭-১৫ বাণিজ্যবার্ত্তা, ৭-৫৫ যন্ত্রসংগীত, ৯-৫০ অবকাশ-রঞ্জন।

শুক্রবার, ৩১শে মে, ১৯৬৩

কলিকাতা ক প্রথম অধিবেশন : ৬-৩০ মাঙ্গলিকী সানাই, ৬-৩৫ বন্দনা গীতি, ৬-৪৫ সমবেত কণ্ঠে, ৬-৫০ সংবাদ প্রসঙ্গ, ৭-২৫ আবহ-বার্ত্তা, ৭-৫০ গীটার, ৮টা আধুনিক গান, ৮-১৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৮-৩৫ সেতার, ৯টা সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশন : ১২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত, ১২-৫৫ সংবাদ সমীক্ষা, ১-১৫ গীতি মঞ্জুষা, ১-৪০ ঘটনা প্রবাহ, ১-৫০ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ২-২৬ আবহবার্ত্তা, ২-৩০ সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশন : ৫-৩০ খেয়াল, ৫-৪৫ আধুনিক গান, ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা, ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর, ৭-৪৫ স্থানীয় সংবাদ, ৮-টা ৯টা সেতার, ৯-৩০ বাংলা রূপক, ৯-৪৫ যন্ত্রসঙ্গীত, ১০-৩০ আধুনিক গান ১০-গীটার, ১০-৪৫রবীন্দ্রসংগীত, ১১টা আবহবার্ত্তা ও সমাপ্তি।

কলিকাতা খ প্রথম অধিবেশন : ৮টা ইংরেজী সংবাদ। দ্বিতীয় অধিবেশন : ১টা পাশ্চাত্য সঙ্গীত, তৃতীয় অধিবেশন : ৬-১০ সেতার, ৬-৩০ রবীন্দ্রসঙ্গীত, ৭টা খেয়াল, ৭-১৫ বাণিজ্যবার্ত্তা, ৭-৪৫ আধুনিক গান, ৯-৩০ পাশ্চাত্যসংগীত।

বিবাহের পূর্ব্বে অথবা পরে দুর্ব্বলতা অনুভব করিলে বিশ্ব-বিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি লব্ধ এবং

স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ সরকারের সহিত স্বয়ং পরামর্শ করুন। বিশেষত্ব :—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অকালবার্দ্ধক্য, অর্শ, মূত্রাশয়ের গোলযোগ স্নায়ুবিকৃতি, শক্তিহীনতা, দুর্ব্বলতা এবং স্ত্রী ও পুরুষের অন্যান্য এই প্রকার রোগ বিনা অস্ত্রোপ্রচারে আরাম করা হয়। দ্রষ্টব্য—ঔষধ ও ইনজেকসন ব্যতীত ইলেকট্রিক এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল দ্বারাও দুর্ব্বলতা ও স্নায়ু-ঘটিত রোগ আরাম করা হয়। চিঠি-পত্রে চিকিৎসা করা হয় না। কারণ প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করা আবশ্যক।

ওরিয়েন্টাল ডিসপেন্সারী

(গভঃ রেজিঃ) ১০৩ নং হ্যারিসন রোড, (গ্রেস সিনেমার পশ্চিমে) ফোন ৩৪-১১৫৮, দৈনিক ৮—১২টা, বিকাল ৪-৮টা, রবিবার বৈকালে বন্ধ থাকে।

নজরুল ইসলাম বিরোধী ?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সাক্ষী, কবি নিজের সমস্ত ভার খোদার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। খোদার প্রতি কবির যেরূপ ভক্তি, খোদার প্রেরিত রসুলের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ অচলা ভক্তি। প্রিয় নবীর জন্মের শুভক্ষণে জিন, পরী, মানুষ, আকাশ, চন্দ্র,সূর্য্য,গ্রহ, তারা সকলেই আনন্দিত, কবিও যেন তাহাদের সঙ্গে সমান তালে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

"তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে···" "সাহারাতে ফুটল রঙ্গীন ইত্যাদি সঙ্গীতগুলি প্রিয় নবীর আবির্ভাব ক্ষণে আনন্দ প্রকাশক।

"মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে···" ইত্যাদি বহু সঙ্গীত নবী ভক্তি জ্ঞাপক। ইসলাম ও প্রিয় নবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া কবি এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন।

"মসজিদের পাশে আমার,
কবর দিও ভাই,
যেন গোরেও থেকে মোয়াজ্জিনের
আজান শুনতে পাই··· ···।

এই সঙ্গীত খানির মধ্যে কবি স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি মৃত্যুর পরও পবিত্র আজান ধ্বনি শুনিতে ব্যগ্র, তাই তাঁহার ঐকান্তিক কামনা, মৃত্যুর পর যেন তাঁহাকে মসজিদের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। এ কামনা ত সাধারণ নয়, ধর্ম্মের প্রতি নাড়ীর টান না থাকিলে অন্তরে এরূপ কামনার উদয় হইতে পারে না। কেহ যদি বলেন ইহা গান মাত্র, তবে তাহার উত্তরে এই কথাই বলা যাইতে পারে যে, প্রাণ জাগিলে তবে গান জাগে। গান হইলেও ইহা নিশ্চয়ই কবির প্রাণের কথা না হইয়া যায় না।

কবি পবিত্র কোরআন শরীফের এক পারা 'আমপারা' কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 'কাব্যে আমপারা'য় কবির লেখনী খুবই সংযত ভাবাবেগে চালিত হইয়া তরল উচ্ছ্বাসে পবিত্র কোরআনের কোন অঙ্গহানি ঘটিতে দেয় নাই, পাছে পবিত্র কোরআনের অর্থ বিকৃতি ঘটে সেই ভয়ে কবি খুবই সজাগ। বিদ্রোহী কবির পক্ষে এরূপ সংযত হওয়া খুবই কঠিন। কতখানি আত্মসচেতন থাকিলে এইরূপ সংযম রক্ষায় সম্ভব কবি নজরুল 'কাব্যে আমপারা'য় তাহার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন রাখিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই কবি এতদূর সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কবি নজরুলের 'সাম্যবাদী' সর্ব্ব-হারা' প্রভৃতি কাব্য অসংখ্যই সঙ্গীত ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কবিকে ইসলাম বিরোধী বলিয়া আপাংক্তেয় করিয়া রাখিলে কবির প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, তাঁহার অমূল্য কাব্য সম্পদের উপরও তেমনই সুবিচার করা হয় না। সাহিত্যে বা কাব্যে লেখক বা কবির মনের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, যে কোন কাব্য, সাহিত্য আলোচনা করিয়া উহার রচয়িতার চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না কিছু আচ করিতে পারা যায়। সাহিত্য যেমন সমাজের প্রতিবিম্ব কবিতাও সেইরূপ কবি মনের দর্পণস্বরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে 'সাম্যবাদী, প্রভৃতিকাব্যে এবং ইসলাম বিষয়ক কবিতা ও সঙ্গীতগুলির মধ্যে কবি নজরুলের মনের ভাব যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

চির-বিদ্রোহী নজরুল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

যে অ-দেখা স্রষ্টা রয়েছেন তাঁকে, 'কাবাভাঙ্গার চেয়ে মন ভাঙ্গা বড় পাপ'—এ কথাই নজরুলের কাছে সব চেয়ে বড় কথা। নজরুল তাই ঘোষণা করেছেন,—

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন
মন্দির-কাবা নেই।"

এমনিভাবে কবি বিদ্রোহ করেছিলেন রাষ্ট্রীয় জীবনের,সমাজ জীবনের ও ধর্ম্মীয় জীবনের সকল প্রকার বৈষম্য ও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, এর জন্য দায়ী শোষণ-মূলক পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা, এ সবের উচ্ছেদের জন্য চাই সমাজ-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। কবি বিদ্রোহ করেছিলেন শোষণ-সর্ব্বস্ব এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কবি বিশ্বাস করেন, যতদিন এ সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাতে-আঘাতে ধ্বংস করে নতুন শোষণহীন সমাজ গড়া না হয় ততদিন চলতে থাকবে

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই গ্লানি, সমাজ-জীবনের এই বৈষম্য ও ধর্ম্মীয় জীবনের মুখোসধারী মানুষের এই ভণ্ডামি। এই সমাজের গঠনই এমনি যে, এক হাজার জনের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে তবেই একজনের ব্যক্তিত্ব

গড়ে উঠতে পারে। যে-সভ্যতার ভিত্তিই হোল মানুষের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার উপর; যে-সমাজের বৈষম্যকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সব কিছু, যে সমাজে উৎপাদনের দায়িত্ব একজনের, আর ভোগের অধিকার অন্যের সে-সমাজে মানুষের জন্য সুখী-সুন্দর জীবনের আশা করা চরম মূর্খতাই হবে।

সমাজের ক্ষুদ্র যে অংশ আজ উৎ-পাদন যন্ত্রের উপর কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তারাই এ সমাজের সুখী মানুষ, তাদের আকাশ-চুম্বী অট্টালিকার পেছনে আজও লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত নরনারীর ছায়ামূর্ত্তি ভেসে ওঠে, ডাষ্ট-বিনের উচ্ছিষ্টের আশায় আজও বুভুক্ষু মানুষ শৃগাল-কুকুরের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। এদের জীবনে কি আশা ফুটবে না? মরিয়ার মুখে কি মারণের বাণী ধ্বনিত হবে না? এই প্রশ্নের উত্তর কবি জানেন, কবি দেখতে পেয়েছেন সত্যিকারের মুক্তির পথ। অনাগত বিপ্লবের নকীব নজরুলের মুখে তাই ঘোষণা শুনি—

"মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়তের ক্রন্দনরোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম
রণভূমে রণিবে না।"

বিবাহের পূর্ব্বে অথবা পরে যদি আপনি স্ত্রীর অযোগ্য হন (যদি শক্তিহীন হন) তাহলে ডাক্তার রয়, লামা ইংলণ্ড

এবং জার্ম্মানী ফেরৎ সহিত সাক্ষাৎ করুন। শতকরা এক-শ ভাগ গ্যারাণ্টি সহ আরোগ্য করা হয়।

জার্ম্মানী হেলথ হোম,
৩নং বৌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(৩৯-৪০নং, বহুবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যে।)

যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভারতকে সাহায্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিক বৈঠকে কৃষ্ণমাচারী

আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, ভারত আমেরিকার কাছে টাকার হিসাবে নয়, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের চাহিদা হিসাবে অস্ত্র সাহায্য চাহিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতের বর্ত্তমান সামরিক শক্তি দ্বিগুণ করিবার মত অস্ত্র যাহাতে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই ধরনের একটি তালিকা ভারত পেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সেই তালিকাটি এখানে মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

তিনি বলেন, ভারতের সৈন্য-বাহিনী দ্বিগুণিত করার যে পরি-কল্পনা, তাহার মধ্যে আগামী বৎসর স্থলবাহিনীর শতকরা ৬৬ ভাগ ও বিমানবাহিনীর শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে।

আমেরিকা কর্ত্তৃক ভারতকে সুপারসনিক বিমান সহ বিভিন্ন ধরনের বিমান দেওয়ার কথা হইয়াছে।

ভূমি হইতে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ভারত আমেরিকার কাছে চাহিবে কিনা, তাহা ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞগণ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন।

পাকিস্তান প্রসঙ্গে

পাকিস্তানও যুদ্ধ না করিবার চুক্তি সম্পাদনে তাঁহার অস্বীকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারত একতরফাভাবে তাহার সৈন্য অপসারণ করিয়া সুপরিকল্পিত বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াছে। পাক-সীমান্ত হইতে সৈন্য সরাইয়া অন্যত্র নিয়োগ করা হইয়াছে।

ওয়াশিংটন পোষ্ট-এর মন্তব্য

আজ 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে চীন ভারত আক্রমণ করিলে আমেরিকা ভারতকে কিভাবে সাহায্য করিবে, তাহা নিয়া ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এখনও কোন মতৈক্য হয় নাই।

৭ কোটি টাকার আরও জাপানী ঋণ

নয়াদিল্লী, ২৩শে মে—ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের জন্য জাপান ভারতকে ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দিবে বলিয়া আজ এখানে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়।

এ পর্যন্ত জাপান কর্ত্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ১০২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

কাঁচা চামেলির রওগন

সুগন্ধ, মস্তিষ্ক শীতলকারী, তুলনা বিহীন এই কাঁচা চামেলী ব্যবহার করুন। যে কোন মহফিলে ইহার দ্বারা আপনার সম্মান বর্দ্ধিত হইবে। ইহা ছাড়া খাটি গোলাপ ও কেওড়া পাওয়া যায়।

TRADE MARK

উক্ত মার্কাই একমাত্র গ্যারাণ্টি
জৌনপুর এম্পোরিয়াম পারফিউমাস
৮৫নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

অং...চরী
৫ হাজার টাক... গত প্রিয়।
৫ শত বা তদো... নায়িকাকে
ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা... উঠছে
করিবার জন্য ইমানদার কাজ... ইটির
প্রয়োজন। সাক্ষাৎ করুন
আহাম্মদ আলি সরদার,
৩নং কাউই লেন,
(নিউ মার্কেটের দক্ষিণে)।

পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক প্রবীন সাহিত্যিক এম, আবদুর রহমান প্রণীত

"কিশোর নজরুল"

(বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বাল্য ও কৈশোর জীবনের চিত্রসহ বিচিত্র কাহিনী)

নজরুল জন্ম-তিথিতে বাহির হইল।

মূল্য :—তিন টাকা মাত্র।

প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২।

গ্রাহকগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা নিম্নে প্রদত্ত নম্বরসমূহের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বে প্রদত্ত চাঁদার মেয়াদ ১৯৬৩ সালের ১৮ই জুন ১৫শ বর্ষের ২৯ সংখ্যায় শেষ হইয়া যাইবে। এতদ্বারা আমাদের গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন মনিঅর্ডার যোগে টাকা না পাঠান। কারণ, আমরা যথাসময় ও যথানিয়মে তাঁহাদের নামে ভি,পি, পাঠাইব। কেবলমাত্র যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারাই মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইবেন।

বিনীত—"ম্যানেজার"

A ৫০১৫, A ৫০৯৩, A ৫০৯৪, A ৫০৯৫
H ১৫০২০, H ১৫০৩২, H ১৫০২৮৬, H ১৫১০২

পাকিস্তানের গ্রাহকগণের অবশ্য দ্রষ্টব্য :—

পাকিস্তানের গ্রাহকগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন মনিঅর্ডারে তাঁহাদের চাঁদা বার্ষিক ৮৲ ষান্মাষিক ৪.৫০ নঃ পঃ পাকিস্তানের ঠিকানায় প্রেরণ করেন। অনিবার্য্য কারণবশতঃ ভিঃ পিঃ করা সম্ভব পর নহে।

কলিকাতায় কলেরা মহামারী

(একটি সংবাদপত্রের সংবাদ)

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য

আকসিরে আজম ড্রপ

—এর একটি শিশি সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখুন। মূল্য ১.২৫ নঃ পয়সা।

প্রস্তুতকারক : এস এ বি বখশী কোম্পানী
৩২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে [illegible] রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, [illegible] ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও [illegible] নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। [illegible] ৮.৫০ ন.প. [illegible]

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

৪৯নং গার্ডনার লেন কলিকাতা-১৪ স্থিত আজাদ প্রেস হইতে গাজানফার রেজা চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—মোহাম্মদ গাওছুল আনাম খাঁ।